বীরভূম

सत्यमेव जयते



বীরভূম

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক
প্রকাশিত

সূচিপত্র

বীরভূম

ভূমিকা

পশ্চিমবাংলার অন্যতম জেলা বীরভূম। 'গীতগোবিন্দে'র কবি জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব, বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নানুর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাধনপীঠ শান্তিনিকেতন—এই জেলাকে প্রসিদ্ধ ক'রে রেখেছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর নিত্যানন্দ, মহারাজা নন্দকুমার, রাজা বীরচন্দ্র সিংহ, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে বীরভূম জেলার কয়েকটি গ্রামে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম কীর্তি "ময়ূরাক্ষী জলাধার-বাঁধ"ও এই জেলাতেই।

বীরভূম জেলা সদর বা সিউড়ি মহকুমা আর রামপুরহাট মহকুমা নিয়ে গঠিত। জেলার প্রধান শহর সিউড়ি। সদর মহকুমায় সিউড়ি, সাঁইথিয়া, রাজনগর, মহম্মদবাজার, দুবরাজপুর, খয়রাসোল, ইলামবাজার, বোলপুর, লাভপুর ও নানুর—এই দশটি থানা আছে। আর রামপুর-হাট মহকুমায় আছে চারটি থানা—রামপুরহাট, ময়ূরেশ্বর (মৌড়েশ্বর) নলহাটি ও মুরারই। বীরভূম জেলার গ্রামের সংখ্যা ২,২০৭ আর শহর ৫টি। শহরগুলির নাম—সিউড়ি, সাঁইথিয়া, দুবরাজপুর, বোলপুর ও রামপুরহাট। সিউড়ি, রামপুরহাট ও বোলপুরে মিউনিসিপ্যালিটি আছে—অন্য দু'টি শহরে নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বীরভূম জেলার সীমা বারবার অদলবদল হয়েছে। বীরভূম জেলার সীমা পূর্বে বিহারের দেওঘর ও রঘুনাথপুর (মানভূম জেলার অন্তর্গত) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা এবং বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি ইউ-নিয়নও পূর্বে বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাঁওতাল-বিদ্রোহের পর বীরভূম জেলার পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জায়গাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে

বিহারের সাঁওতালপরগনার সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে এই জেলার ১·০৮ বর্গমাইল এলাকা মুর্শিদাবাদের সীমানায় চ'লে যায়।

বীরভূম জেলা বর্ধমান বিভাগের উত্তরাঞ্চলে ২৩°৩৩′ ও ২৪°৩৫′ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৭°১০′ ও ৮৮°২′ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। জেলার আয়তন ১,৭৪২·৯ বর্গমাইল এবং ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুসারে লোকসংখ্যা ১,০৬৬,৮৮৯। বীরভূম জেলার প্রধান শহর সিউরি ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৮,১৩৫। বীরভূম জেলার পূর্বে মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলা, উত্তরে ও পশ্চিমে বিহার ও দক্ষিণে বর্ধমান জেলা।

বীরভূম নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নানারকম কথা শোনা যায়। এক সময় এই অঞ্চল তান্ত্রিক মতে বীরাচার সাধনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তাই অনেকের মতে বীরাচার সাধনার ভূমি, এই অর্থে এই অঞ্চলের নাম হয় বীরভূমি বা বীরভূম। অনেকে আবার বলেন, বীরভূম এলাকা পূর্বে "বরা" নামে মল্ল সম্প্রদায়ের এক শ্রেণী কর্তৃক শাসিত হ'ত। সেই থেকে এই এলাকার নাম হয় বরাভূম। বরাভূম থেকে বীরভূম হওয়া আশ্চর্য নয়। ধলভূম ও মানভূম নামের উৎপত্তিও হয়েছে এইভাবে। সাঁওতালী ভাষায় বীর অর্থে জঙ্গল। পূর্বে বীরভূম অত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ ছিল ব'লে সাঁওতালেরা এই জায়গাকে বীর-ভুঁইয়া বলত কেউ কেউ বলেন, সেই বীরভুঁইয়াই হয়েছে বীরভূম। অনেকে আবার মনে করেন, বীরভূম নামের উৎপত্তি হয়েছে এখানকার বীর রাজাদের নাম থেকে, যেমন—বীরচন্দ্র সিংহ, বীরসেন প্রভৃতি।

বীরভূম জেলার উত্তরাঞ্চল বিশেষভাবে অসমতল। অনেক টিলা ও ছোট ছোট পাহাড় দেখতে পাওয়া যায় এই অঞ্চলে—বিশেষ ক'রে মপুরহাট ও নলহাটি থানায়। অজয় নদের উত্তরভাগ থেকে লাভপুর ও বোলপুরের দক্ষিণভাগ পর্যন্ত জায়গা সমতল। বীর-ভূমের মাটি প্রধানত গৈরিক। মেটেল, এঁটেল, বাঘা-এঁটেল, পলি,

বিন্দি, দো-আঁশ, বেলে, কাঁকরে প্রভৃতি নানাশ্রেণীর মাটি দেখতে পাওয়া যায় এই জেলায়। কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণও আছে এখানে।

এই জেলার প্রধান নদী ময়ূরাক্ষী—পশ্চিম থেকে পূর্বে চ'লে গিয়েছে। অজয় নদ এ জেলার দক্ষিণে প্রবাহিত। অন্যান্য নদ-নদীর নাম—দ্বারকা, বক্রেশ্বর, কুইআ, হিংলো বা হিঙ্গলে, কোপাই, চন্দ্রভাগা, ব্রাহ্মণী, বাঁসলই, পাগল ও চিলাই। ময়ূরাক্ষী ও দ্বারকা সদর ও রামপুরহাট দুই মহকুমার মধ্যেই প্রবাহিত। বক্রেশ্বর, কুইআ, কোপাই ও চন্দ্রভাগা সদর মহকুমা আর, ব্রাহ্মণী, বাঁসলই, পাগল ও চিলাই রামপুরহাট মহকুমার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে।

বীরভূম জেলায় নানা রকমের গাছগাছড়া দেখতে পাওয়া যায়। তালগাছ দেখা যায় সবচেয়ে বেশি। বড় গাছের মধ্যে দেখা যায় আম, জাম, বট, অশথ, তেঁতুল, কাঁঠাল, অর্জুন, শাল, পিয়ার, কেন্দ ও মহুয়া।

বীরভূমের জঙ্গলে নানা রকমের জন্তুজানোয়ার দেখা যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য,--চিতাবাঘ, ভাল্লুক, নেকড়ে, বন্য শূকর, হনুমান প্রভৃতি। পাখির মধ্যে হাঁস, পানকৌড়ি ও স্নাইপ অনেক দেখতে পাওয়া যায় বড় বড় জলাভূমির আশেপাশে। পায়রা, দোয়েল, ঘুঘু, সারস, বক, বাজ—এসব তো হামেশাই দেখা যায়।

অজয় ও ময়ূরাক্ষীতে রুই-কাতলা প্রচুর পাওয়া যায়, মাঝে মাঝে ইলিশও। জেলার পুকুরগুলিতেও রুই, কাতলা, মৃগেল, মাগুর, কই ও অন্যান্য ছোট মাছ পাওয়া যায়। চিতল, কালবোস, বোয়াল —এসব মাছও দেখা যায় অনেক সময়।

বীরভূমের জলহাওয়া সাধারণত শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর। এপ্রিল-মে মাসে এবং জুনের গোড়ায় গরম পড়ে বেশ।

বীরভূম জেলায় নানা ধর্মের লোকের বাস। ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে ধর্মানুসারে লোকসংখ্যা পাওয়া গেছে এইরকম: হিন্দু—৭৭৪,৫২৭; শিখ—৩২৭; জৈন—১৩৭; বৌদ্ধ—২৭; পারসী—২; মুসলমান—২৮৬,৫১৮; খ্রীস্টান—৬৮৬; ইহুদী—২; উপজাতীয়—৪,৬৬১ এবং যাদের ধর্ম কি তা জানা যায় নি এইরকম লোক—২।

লোকসংখ্যা

১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বীরভূম জেলার মোট লোকসংখ্যা ১,০৬৬,৮৮৯। পুরুষের সংখ্যা—৫৪০,৩৬১ আর নারীর সংখ্যা—৫২৬,৫২৮।

লোকসংখ্যার বিস্তৃত বিবরণ নিচে দেওয়া হ'ল:

মহকুমা	লোকসংখ্যা		
	মোট	পুরুষ	নারী
সদর (সিউড়ি)	৬৩৮,১৫৯	৩২৩,৯৯৩	৩১৪,১৬৬
রামপুরহাট	৪২৮,৭৩০	২১৬,৩৬৮	২১২,৩৬২
মোট ..	১,০৬৬,৮৮৯	৫৪০,৩৬১	৫২৬,৫২৮

(বীরভূম জেলার মোট লোকসংখ্যার ৯৯৭,৮৯৬ জন হ'ল গ্রামাঞ্চলবাসী, আর ৬৮,৯৯৩ জন শহরাঞ্চলবাসী। গ্রামাঞ্চলবাসীর মধ্যে ৫০৩,০৯৫ জন হ'লেন পুরুষ, আর ৪৯৪,৮০১ জন নারী। শহরাঞ্চলবাসীর মধ্যে ৩৭,২৬৬ জন হ'লেন পুরুষ, আর ৩১,৭২৭ জন নারী।)

মহকুমা ও থানা	লোকসংখ্যা		
	মোট	পুরুষ	নারী
সদর			
(১) সিউড়ি	৮০,৮২৩	৪১,৭৯৪	৩৯,০২৯
(২) সাঁইথিয়া	৭০,৭৭৩	৩৬,০০৭	৩৪,৭৬৬
(৩) রাজনগর	৩৩,৫২৬	১৬,৮৪৮	১৬,৬৭৮
(৪) মহম্মদবাজার ..	৫৩,৩৯২	২৭,৪৬৭	২৫,৯২৫
(৫) দুবরাজপুর ..	৭৬,২২৬	৩৮,৬৭৫	৩৭,৫৫১
(৬) খয়রাসোল ..	৬১,৫৫৩	৩০,৮৩৮	৩০,৭১৫
(৭) ইলামবাজার ..	৪৮,২৮৯	২৪,২৯৩	২৩,৯৯৬
(৮) বোলপুর	৭৭,৪৪০	৩৯,৬৬৫	৩৭,৭৮৫
(৯) লাভপুর	৬৬,৭৭৮	৩৩,৬৭৫	৩৩,১০৩
(১০) নানুর	৬৯,৩৫৯	৩৪,৭৪১	৩৪,৬১৮
রামপুরহাট			
(১১) রামপুরহাট ..	১৩১,৩০৯	৬৬,৩৩৯	৬৪,৯৭০
(১২) ময়ূরেশ্বর ..	৯১,৮৩৫	৪৬,৩৩৯	৪৫,৪৯৬
(১৩) নলহাটি	১০২,১১৬	৫১,৭৭৩	৫০,৩৪৩
(১৪) মুরারই	১০৩,৪৭০	৫১,৯১৭	৫১,৫৫৩
মোট ..	১,০৬৬,৮৮৯	৫৪০,৩৬১	৫২৬,৫২৮

তুলনামূলক লোকসংখ্যা

মহকুমা ও থানা	১৯৫১ সালের লোকসংখ্যা	১৯৪১ সালের লোকসংখ্যা	দশ বছরের তারতম্য
বীরভূম জেলা	১,০৬৬,৮৮৯	১,০৪৮,৩১৭	+১৮,৫৭২
সদর	৬৩৮,১৫৯	৬২৩,৮৫০	+১৪,৩০৯
(১) সিউড়ি	৮০,৮২৩	৭৭,৫৭৯	+৩,২৪৪
(২) সাঁইথিয়া	৭০,৭৭৩	৬৫,২৫৬	+৫,৫১৭
(৩) রাজনগর	৩৩,৫২৬	৩৪,৫৬০	−১,০৩৪
(৪) মহম্মদবাজার	৫৩,৩৯২	৫১,৮৫০	+১,৫৪২
(৫) দুবরাজপুর	৭৬,২২৬	৭৬,২২১	+৫
(৬) খয়রাসোল	৬১,৫৫৩	৬১,২৭৬	+২৭৭
(৭) ইলামবাজার	৪৮,২৮৯	৪৮,৬৬৯	−৩৮০
(৮) বোলপুর	৭৭,৪৪০	৬৭,৮৩৪	+৯,৬০৬
(৯) লাভপুর	৬৬,৭৭৮	৬৭,২১৬	−৪৩৮
(১০) নানুর	৬৯,৩৫৯	৭৩,৩৮৯	−৪,০৩০
রামপুরহাট	৪২৮,৭৩০	৪২৪,৪৬৭	+৪,২৬৩
(১) রামপুরহাট	১৩১,৩০৯	১২৯,৬৭৬	+১,৬৩৩
(২) ময়ূরেশ্বর	৯১,৮৩৫	৯৩,৮৩৫	−২,০০০
(৩) নলহাটি	১০২,১১৬	৯৮,৯৩৭	+৩,১৭৯
(৪) মুরারই	১০৩,৪৭০	১০২,০১৯	+১,৪৫১

শহরগুলির লোকসংখ্যা

শহর	মোট	পুরুষ	নারী
সিউড়ি	১৮,১৩৫	৯,৯১২	৮,২২৩
সাঁইথিয়া	৮,৭০৭	৪,৭৯১	৩,৯১৬
দুবরাজপুর	১২,২০৫	৬,২৭৭	৫,৯২৮
বোলপুর	১৪,৮০২	৮,০০৭	৬,৭৯৫
রামপুরহাট	১৫,১৪৪	৮,২৭৯	৬,৮৬৫

আয়তন

১৯৫১ সালের সরকারী বিবরণী অনুসারে বীরভূম জেলার মোট আয়তন ১,৭৪২·৯ বর্গমাইল। মহকুমা, থানা ও কয়েকটি প্রধান শহরের আয়তনের পরিমাণ নিচে দেওয়া হ'ল:

মহকুমা	আয়তন (বর্গমাইল)
সদর (সিউড়ি)	১,১৩৬·৯
রামপুরহাট	৬০৬·০
মোট	১,৭৪২·৯

থানা

(ক) সদর মহকুমার অন্তর্গত—

(১) সিউড়ি	১১৩·১
(২) সাঁইথিয়া	১২০·১

থানা	আয়তন (বর্গ মাইল)
(৩) রাজনগর	৮৫·২
(৪) মহম্মদবাজার	১২১·০
(৫) দুবরাজপুর	১৩৮·৮
(৬) খয়রাসোল	১০৫·৬
(৭) ইলামবাজার	১০০·২
(৮) বোলপুর	১২৮·৮
(৯) লাভপুর	১০৪·৭
(১০) নানুর	১১৯·৪
(খ) রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত—	
(১) রামপুরহাট	১৮২·৪
(২) ময়ূরেশ্বর	১৪৭·০
(৩) নলহাটি	১৩৮·৮
(৪) মুরারই	১৩৭·৮
শহর	
(১) সিউড়ি	৪·৬০
(২) সাঁইথিয়া	১·৩০
(৩) দুবরাজপুর	১·৪৪
(৪) বোলপুর	৫·০৭
(৫) রামপুরহাট	১·৯৭

ভূমিস্বত্ব

নিচে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হ'ল তা থেকে বোঝা যাবে বীরভূম জেলার মোট আয়তনের শতকরা কত ভাগ জমি কোন-না-কোন রকম প্রজাস্বত্বের অধীন :

প্রত্যক্ষ দখলে	জোতের নম্বর	কালি (একর)
১। মালিক—		
(ক) নিজ জমি সম্পর্কে	২	২৬·০২
(খ) নিজ জমি ব্যতীত অন্য জমি সম্পর্কে	১৪,৮২৪	৫৫,৬০৭·১৮
	১৪,৮২৬	৫৫,৬৩৩·২০

	সমগ্র জোত বা কালির শতকরা কত অংশ — জোত	কালি
(ক) নিজ জমি সম্পর্কে	·০০০২	·০০২৩
(খ) নিজ জমি ব্যতীত অন্য জমি সম্পর্কে	১·৮১২৮	৪·৯৮৪৮
	১·৮১৩০	৪·৯৮৭১

প্রত্যক্ষ দখলে	জোতের নম্বর	কালি (একর)	সমগ্র জোত বা কালির শতকরা কত অংশ — জোত	সমগ্র জোত বা কালির শতকরা কত অংশ — কালি
১	২	৩	৪	৫
২। নিষ্কর মধ্যস্বত্বাধিকারী	৫৯,৩৭২	৪৯,২৮৭·৬৮	৭·৪৬১০	৪·৪১৮৩
৩। চাকরান মধ্যস্বত্বাধিকারী	২১৪	২০৩·০৯	·০২৬৯	·০১৮১
৪। মোকররী খাজনা বা মোকররী হারে খাজনাপ্রদায়ী নন এরূপ কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী	৩,৫৭৬	১০,৫৯৩·৯২	·৪৪২৪	·৯৪৯৫
৫। মোকররী খাজনা বা মোকররী হারে খাজনাপ্রদায়ী মধ্য-স্বত্বাধিকারী	২৬,৭০৭	৯৫,৮৪৯·৭৮	৩·৩৫৬৪	৮·৩৯৬৯
৬। অস্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী	২৬৯	১,৪৬৯·৩৩	·০৩৭৬	·১৩১৬
৭। বস্তুতে দেয় খাজনা কিংবা নগদান ও বস্তু এই উভয় প্রকারে দেয় খাজনাপ্রদায়ী কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী ..	২৩	৭·৯৬	·০০২৯	·০০০৭
৮। অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারী	৩,৪৬৬	৫,৭৬২·৩৩	·৪৩৫৪	·৫১৬৫
	৯৩,৬২৭	১৬৩,১৭৪·০৯	১১·৭৬২৬	১৪·৪৩১৬

৯। নিষ্কর রায়ত	৫০,৫৭৯	৫৫,৮৩৬·৫৪	৬·৩৫৬৫	৫·০১৪৫
১০। চাকরান রায়ত	৯,৪০১	৭,৯০৭·৫৬	১·১৮১৪	·৭০৮৯
১১। মোকররী খাজনা বা মোকররী হারে খাজনাপ্রদায়ী রায়ত	৭১,৪২৬	১৫৫,২০৭·৯৯	৮·৯৭৬৬	১৩·৭১৮১
১২। নগদান খাজনাপ্রদায়ী স্থিতিবান রায়ত	৪৪৭,৬৩১	৬১৬,৫২৫·০০	৫৬·২৫৫৭	৫৫·২৬৯৯
১৩। নগদান খাজনাপ্রদায়ী দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত ..	২,২৫৯	২,৬৫৮·৩১	·২৮৩৯	·২৩৮২
১৪। ফসল-খাজনাপ্রদায়ী স্থিতিবান রায়ত	৪,৩৭৭	৩,৭৯৭·৫৭	·৫৫০০	·৩৪৪৮
১৫। ফসল-খাজনার অংশপ্রদায়ী স্থিতিবান রায়ত	৩,০৩৬	২,৭৮২·৬৮	·৩৮১৫	·২৪২২
১৬। নির্দিষ্ট ফসল-খাজনাপ্রদায়ী দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত ..	৫৯	৫৯·০৬	·০০৭৪	·০০৫২
১৭। ফসল-খাজনার অংশপ্রদায়ী দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত ..	৯৭	১০৯·৮০	·০১২২	·০৯৭২
১৮। নগদান ও ফসল এই উভয় প্রকার খাজনাপ্রদায়ী স্থিতিবান ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত	৯১৭	২,৩৪৪·৫০	·১১৫২	·২০৮০
১৯। নগদান ও ফসল এই উভয় প্রকার খাজনাপ্রদায়ী দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত	১৮২	৮৮·৯৪	·০২২৮	·০০৮০
২০। অন্যান্য শ্রেণী	৫,২৭০	৬,২৭৫·৭৫	·৬৬২৩	·৫৬২৬
২১। অ-কৃষি জোতের দখলকার	২৩,৭৬৪	৪,৬৫৮·৮৩	২·৯৮৬৫	·৪১৭৬
	৬১৮,৯৯৮	৮৫৮,২৫২·৫৩	৭৭·৭৯২০	৭৬·৮৩৫২
২২। লেখ্য (রেকর্ড) বহির্ভূত	..	১৭,১১১·৮৮	..	১·৫৩৩০

প্রত্যক্ষ দখলে	জোতের নম্বর	কালি (একর)	সমগ্র জোত বা কালির শতকরা কত অংশ	
			জোত	কালি
১	২	৩	৪	৫
২৩। নগদান খাজনাপ্রদায়ী দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোরফা রায়ত ..	৩৭,৮৮০	৪,৪২৭·২৬	৪·৭৬০৬	·৩০৪০
২৪। নগদান খাজনাপ্রদায়ী দখলীস্বত্বশূন্য কোরফা রায়ত ..	২৬,৪২৯	১১,৬২২·৮৭	৩·৩২২১	১·৪২৫৯
২৫। নির্দিষ্ট ফসল-খাজনাপ্রদায়ী দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোরফা রায়ত	৪৪২	৪৬০·২৩	·০৫৫৫	·০৪১৭
২৬। নির্দিষ্ট ফসল-খাজনাপ্রদায়ী দখলীস্বত্বশূন্য কোরফা রায়ত	১,৮১৮	২,৪২৭·৪২	·২২৮৪	·২২১৩
২৭। দখলীস্বত্বশূন্য বা ফসল-খাজনার অংশশূন্য কোরফা রায়ত	২,০৬৮	২,৩৮৮·৯৭	·২৬৫৮	·২২০২
	৬৮,৬৩৭	২১,৩২৬·৭৫	৮·৬৩২৪	২·২১৩১
	৭৯৫,৬৮৮	১,১১৫,৪৯৮·৪৫	..	..

মধ্যস্বত্ব

দেখা যাবে যে, সকল শ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারীর অধীনে মোট ১৬৩,১৭৪ একর অথবা প্রায় ২৫৫ বর্গমাইল জমি রয়েছে। জেলার মোট আয়তন ও প্রজাস্বত্বের সংখ্যার যথাক্রমে শতকরা ১৪·৪৩ ভাগ ও শতকরা ১১·৭৬ ভাগ হচ্ছে এই ধরনের মধ্যস্বত্ব। কোন্ শ্রেণীর কত মধ্যস্বত্বাধিকারীর অধীনে কতটা ক'রে জমি আছে তা নিচে দেখান হ'লঃ

	প্রজাস্বত্বের নম্বর	কালি (একর)
১। নিষ্কর	৫৯,৩৭২	৪৯,২৮৭·৬৮
২। চাকরান	২১৪	২০৩·০৯
৩। মোকররী খাজনা বা মোকররী হারে খাজনাপ্রদায়ী কায়েমী	২৬,৭০৭	৯৫,৮৪৯·৭৮
৪। মোকররী খাজনা বা মোকররী হারে খাজনা-প্রদায়ী নন এরূপ কায়েমী ..	৩,৫৭৬	১০,৫৯৩·৯২
৫। বস্তুতে দেয় খাজনা কিংবা নগদান ও বস্তু এই উভয় প্রকারে দেয় খাজনাপ্রদায়ী কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী	২৩	৭·৯৬
৬। অস্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী	২৬৯	১,৪৬৯·৩৩
৭। অন্যান্য	৩,৪৬৬	৫,৭৬২·৩৩

কায়েমী ও মোকররী খাজনাপ্রদায়ী শ্রেণীর মধ্যস্বত্বের অধীনেই সবচেয়ে বেশি জমি রয়েছে। পত্তনি, দরপত্তনি ইত্যাদি এই শ্রেণীর মধ্যস্বত্ব এবং এ রকম স্বত্ব বেশ জনপ্রিয়। সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদাভোগের দিক থেকে চিরস্থায়ী স্থিতিবান মালগুজারি জমিদারির মালিকদের ঠিক নিচেই এই মধ্যস্বত্বাধিকারীদের স্থান। তার পরই নিষ্কর মধ্য-স্বত্বাধিকারীদের স্থান। লাখেরাজ জমিদারির পর জমিতে সকল রকমের খেরাজ বা খাজনা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ স্বত্ব হচ্ছে এইটি। নগদান

খাজনা মধ্যস্বত্বের একরকম অঙ্গাঙ্গী বললেই চলে। ফসল-খাজনা-প্রদায়ী অথবা নগদান ও বস্তু এই উভয় প্রকারে দেয় খাজনাপ্রদায়ী মধ্যস্বত্বের অধীনে মাত্র ৭·৯৬ একর জমি আছে।

রায়ত

রায়ত শ্রেণীর প্রজাদের ভিতর স্থিতিবান রায়তদের শতকরা ৫৬·২৫ জন হচ্ছেন নগদান খাজনাপ্রদায়ী, ০·৫৫ জন হচ্ছেন ফসল-খাজনা-প্রদায়ী, ০·৩৮ জন হচ্ছেন ফসল-খাজনার অংশপ্রদায়ী। আর ০·১১ জন হচ্ছেন নগদান ও ফসল এই উভয় প্রকার খাজনাপ্রদায়ী।

এই কয়প্রকার রায়ত হচ্ছেন মোট জোতের শতকরা ৫৭·২৯ ভাগের অধিকারী, আর এঁদের অধীনে জেলার মোট রায়তী জমির শতকরা ৭৩·৬৪ ভাগ জমি রয়েছে। কৃষকদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশে, মাঝে মাঝে যেসব আইন পাস করা হয়েছে, এ হচ্ছে তারই ফল—তার সার্থকতাও এখানেই। খুদকাস্ত ও পাইকাস্ত রায়ত নিয়ে দীর্ঘকাল যে বিসংবাদ চলেছে, ১৮৫৯ সালের ১০নং আইনে কোন জমির উপর ১২ বৎসরকাল অবিচ্ছিন্ন দখল থাকলে উচ্ছেদ করা চলবে না ব'লে যে বিধান ছিল, তা কার্যকর করার জন্য সেরকম দখলের প্রমাণ দেওয়ার অসুবিধা প্রভৃতির কথা মনে রেখে প্রকৃত কৃষকদের স্বত্বের প্রকারের যে বিপুল সরলীকরণ হয়েছে, আর তাদের যে কায়েমীস্বত্ব দেওয়া হয়েছে তার কথা চিন্তা করলে অবস্থার যে উন্নতি হয়েছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

মোকররী রায়তদের দুইটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে আইনানুসারে মোকররী, অর্থাৎ যেগুলিকে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৫০ ধারা অনুসারে মোকররী ব'লে গণ্য করা হয়। এই-রকম মোকররী স্বত্ব বাকি খাজনার দায়ে বিক্রয়ের ফলে নাকচ করা যায় না। আর এক রকম হচ্ছে চুক্তিমূলক। এইগুলি ঐ রকম অবস্থায় নাকচ করা যায়।

রায়ত শ্রেণীর প্রজারা যেসব জমির স্বত্ব অধিকার ক'রে রয়েছেন তার মাত্র শতকরা ১২ ভাগ হচেছ্ মোকররী রায়তী জমি। এ থেকে বোঝা যাচেছ্ যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে খাজনার বহু পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়েছে। এর সমর্থনে আরও প্রমাণ এই যে, কোন প্রজা খাজনা ২০ বছর একই রয়েছে ব'লে একবার প্রমাণ করতে পারলে সেই খাজনা যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে বদল হয় নি সেটা প্রমাণের দায়িত্ব জমিদারের ব'লে একটি আইনের বিধান এবং মোকররী রায়তদের বেশ কিছু এই আইনবলে মোকররী রায়ত ব'লে পরিগণিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যায় যে, জমিদারির মালিকানা ক্রমাগত বদলেছে ও সেইজন্যই জমিদারদের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছিল। কাজেই ধ'রে নেওয়া যায়, শতকরা ১২ ভাগ মোকররী রায়তের বেশ কিছু অংশের খাজনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে বদলেছে। যেসব জায়গায় খাজনা বদলেছে ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, সেসবের তুলনায় এ রকম বহু ক্ষেত্রেই খাজনার হার বিশেষ কম নয়। খাজনার বেশি হার নিশ্চিতভাবে এটাই সূচিত করে যে, প্রচলিত খাজনা ধার্য করার সময় আধুনিক যুগের বর্ধিত ভূমি-মূল্যের কথা বিবেচনা করা হয়েছিল।

চাকরান প্রজা

সমাজ বা রাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তিবিশেষের সেবা করার জন্য জমি দেওয়ার প্রথা যে পল্লীবাংলায় বহুল প্রচলিত এটা সকলেই জানেন। আধুনিক শাসনব্যবস্থা ও মুদ্রার ব্যাপকতর প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এই রকম চাকরান স্বত্বের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগদান খাজনা প্রদায়ী স্বত্বে পরিবর্তিত করা হয়েছে। গ্রাম পাহারা দেওয়ার জন্য চৌকিদারদের চাকরান দেওয়ার কথা অনেকেই জানেন। এ জেলায় ঘাটোয়ালিদের হাতে যেসব ঘাট থাকত সেগুলি রক্ষার জন্য তাদের

জন্য যে বিশেষ ধরনের চাকরান দেওয়া ছিল, সেগুলি বিশেষ আইন প্রণয়ন ক'রে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন চাকরান ব'লে যা রেকর্ড করা আছে সেগুলি অধিকাংশই ব্যক্তিগত ধরনের, আর কুমোর, নাপিত বা পুরুতরা তাঁদের প্রভুদের যে সেবা করেন তার পরিবর্তে নগদান মজুরির বদলেই তাঁরা এগুলি ভোগ ক'রে থাকেন। মাঝে মাঝে অদ্ভুত রকমের চাকরান চোখে পড়ে। যেমন, শিব রৌতারা গ্রামে হেতমপুরের রাজাকে দেবতাদের ক্রোধ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার জন্য একটি চাকরান দেওয়া আছে দেখা যায়। আবার মহম্মদবাজার থানার মৌজা দেওয়ানগঞ্জ ও নিশ্চিন্তপুরে বাঁধ মেরামত করা ও সেচের পুকুর সংস্কার করার জন্য বেশ কিছু জমি চাকরান দেওয়া আছে। আর একটি এ রকম চাকরান ছিল মৌজা মউলপুরে গ্রাম থেকে বানর তাড়াবার জন্য—এটি অবশ্য পরে তুলে দেওয়া হয়েছে।

চাকরানের সংখ্যা প্রায় ৯,৬১৫টি আর সমগ্র জেলায় এর অধীনে আছে মাত্র ৮,১১০·৬৫ একর জমি। এর মধ্যে ২১৪টি চাকরান-ভোগী হচ্ছেন খাজনা আদায়কারী, আর এঁদের অধীনে আছে ২০৩·০৯ একর জমি। বাকি সকলেই নিজেরা চাষ করেন।

কোরফা-রায়ত

একমাত্র কোরফা-রায়তদের বিষয় বলা এখন বাকি রইল। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের কোন কোন জেলার তুলনায় এই জেলায় কোরফা-রায়তদের সংখ্যা কম এবং অতি সামান্য ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে তাঁরা সকলেই প্রায় একই ধরনের। এই জেলার রেকর্ডের খসড়া যখন তৈরি করা হয়, তখনও ১৯২৮ সালের সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয় নি। কাজেই এ রকম রায়তদের মর্যাদা পুরনো আইন অনুসারেই ধার্য করা হয়। সেই পুরনো আইনে কোরফা-রায়তদের মর্যাদা প্রচলিত আচারের ভিত্তিতেই ধার্য করা হবে

ব'লে ব্যবস্থা ছিল। সেজন্য কি ও কোন্ আচার প্রচলিত তা খুবই ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয়েছিল। আর সাধারণভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছিল যে, কোন কোরফা-রায়তকে মেনে নেওয়া হ'লে এবং তাকে বাড়ি তৈরি করতে বা গাছ লাগাতে দেওয়া হয়ে থাকলে তার প্রজাস্বত্ব কায়েমী ব'লেই ধরা হবে—অবশ্য যদি এর বিরোধী কোন কিছু লিখিতভাবে না থাকে। সেইজন্য সাধারণত যেসব কোরফা-রায়ত নগদান খাজনা দেন এবং যাঁদের জমির ওপর বাড়ি বা বাগান আছে, তাঁদের স্থিতিবান কোরফা-রায়ত ব'লে গণ্য করা হয়, আর বাদবাকিদের স্থিতিবান স্বত্ব নেই ব'লে ধরা হয়। শেষ প্রকারের প্রজাদের দখলদারীর সময় লিখে নেওয়া হয়েছিল। কাজেই নূতন আইন অনুসারে তাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করার মতো বিষয়গুলি ছিল।

ফসল-খাজনাপ্রদায়ী যেসব কোরফা-রায়তের খাজনার অংশ ছিল, তাঁদের দখলীস্বত্ব ছিলই না। কিন্তু যেখানে খাজনা ফসলে প্রদান করা হ'লেও তার পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল ও যেখানে সেরকম কোরফা-রায়তদের বাড়িঘর বানাতে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে আচার অনুসারে তাঁদের কায়েমি বা দখলীস্বত্ব আছে ব'লে স্বীকার করা হ'ত। শেষোক্তপ্রকার ক্ষেত্রে দখলীস্বত্ব আছে ব'লে রেকর্ড করা হয়। উদ্ধৃত বিবৃতি থেকে দেখা যাবে যে, এই জেলায় মোট ৬৮,৬৩৭ জন কোরফা-রায়ত আছে, আর জেলার মোট স্বত্বের শতকরা মাত্র ৮·৬ ভাগ এই রকম ও জেলার মোট আয়তনের শতকরা মাত্র ২·২ ভাগ জমি এই রকম রায়তদের অধীন আছে।

কোরফা-রায়তরা বিশেষ কোন শ্রেণীর লোক নন। প্রায়ই তাঁরা রায়তশ্রেণীর লোক, যাঁরা যেসব রায়ত কোন কারণে নিজেরা জমি চাষ করতে পারেন না এবং জমি পতিত ফেলে রাখার পরিবর্তে ফসলের বাৎসরিক ভাগ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অথবা নগদান খাজনা—চুক্তিকারী পক্ষ দুইটির অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে এর যে-কোন

ব্যবস্থা স্থির করা হয়ে থাকে—নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চান, তাঁদের জমি বন্দোবস্ত নেন। মাঝে মাঝে রায়তের বন্ধক-দেওয়া জমি মহাজন কিনে নিয়ে রায়তকে উচ্ছেদ না ক'রে কোরফা-রায়ত হিসাবে জমি বন্দোবস্ত ক'রে দেন। মহাজনরা সাধারণত সমাজের বিশেষ কোন গোষ্ঠির লোক নন এবং প্রায়ই তাঁরা একটু সম্পন্ন প্রজা বা যে প্রজা অন্য কোন পেশা অবলম্বন ক'রে নিজের আয় বাড়িয়েছেন, এমন প্রজা হয়ে থাকেন। কাজেই খুব কম সময়ই অকৃষিজীবি স্বত্ববান লোকদের হাতে জমি চ'লে যেতে দেখা যায়।

১৯৫৫ সালের ১৫ই এপ্রিল অর্থাৎ ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ থেকে পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী-প্রথার বিলোপ হয়েছে। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে 'জমিদারী-প্রথা-বিলোপ-আইন' পাস হয়, তাতে ক'রে ১৯৫৫ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে, বীরভূম জেলার, তথা সমগ্র রাজ্যের, রায়ত ও অকৃষিজীবী প্রজার যাবতীয় ভূমিস্বত্ব রাজ্য-সরকারে ন্যস্ত। আজ জমিদার, পত্তনীদার, তালুকদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বাধিকারীদের সমস্ত স্বত্ব বিলুপ্ত। তাঁরা কেবল বসতবাড়ি, অনধিক ৭৫ বিঘা চাষের জমি ও ৬০ বিঘা অন্য জমি ইত্যাদি সরকারের প্রজা-হিসেবে রাখতে পারবেন। এই যুগান্তকারী পরিবর্তনের ফলে ভূমি-বন্টন ও প্রজাস্বত্ব-বিধির উন্নতি হ'লে দেশেরই মঙ্গল।

কৃষি

বীরভূম জেলায় কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধানত উৎপন্ন হয় ধান, পাট, আলু, আখ, তামাক ও তৈলবীজ। সদর মহকুমায় আবাদী জমির পরিমাণ ৫১২,৬৫৯·৬৬ একর, আর চাষোপযোগী

পতিত জমি ৭৫,৪৭১·২৫ একর। ১৯৫২-৫৩ সালের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ নিচে দেওয়া হ'ল:

সদর-মহকুমা	যে-পরিমাণ জমিতে ফসল হয় (একর)	যে-পরিমাণ ফসল ফলে (প্রতি একরে)
ধান—		
(১) আউশ	২৫,৮৪৯·৫৩	৮ মণ
(২) আমন	৪৪৯,৯৪২·৬৭	১২·৫ ,,
পাট	৯৩·৭৮	১·৫ গাঁট
আলু	৪,১২৪·২৫	৯৪·২৮ মণ
আখ	৪,৩৬৪·৭১	৫০ ,,
তামাক	৪৮·৬৯	·৩ ,,
তৈলবীজ	৭২৯·০০	৬·৯ ,,

রামপুরহাট মহকুমায় আবাদী জমির পরিমাণ ৩০৭,১৬৮·২৪ একর আর, চাষোপযোগী পতিত জমি ২৪,৩৪৭·০০ একর। ১৯৫২-৫৩ সালের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ নিচে দেওয়া হ'ল:

রামপুরহাট মহকুমা	যে-পরিমাণ জমিতে ফসল হয় (একর)	যে-পরিমাণ ফসল ফলে (প্রতি একরে)
ধান—		
(১) আউশ	৬,৪৯২·০০	১৮ মণ
(২) আমন	২৭১,৭৪৭·০০	১৫·৫ ,,
পাট	৫১৬·১০	২ গাঁট
আলু	৩,২৩৮·৯০	১৩৪ মণ
আখ	২৮৫·০৩	৪৭৪ ,,
তামাক	১০·৭৩	৬·৫ ,,

রামপুরহাট মহকুমা		যে-পরিমাণ জমিতে ফসল হয় (একর)	যে-পরিমাণ ফসল ফলে (প্রতি একরে)
তৈলবীজ—			
(১) তিসি	.. ..	৫৭·৮০	৪·০ মণ
(২) রাই	.. ..	১৮৬·৬২	৪·৫ ,,
(৩) বাদাম	.. ..	৯·৩৩	১৭·০ ,,
(৪) অন্যান্য (তিল ছাড়া)	..	১৫·০০	৪·০ ,,
(৫) শীতকালীন	.. ..	১৫৭·৩২	৪·৫ ,,
(৬) গ্রীষ্মকালীন	.. ..	১৯৪·০০	৩·৯ ,,

সেচ

বীরভূম জেলায় কৃষির উন্নতির জন্য নানা রকম সেচব্যবস্থা আছে। পুকুর থেকে নালা কেটে, নদী থেকে খাল কেটে, জলাধার বা হ্রদ-বাঁধ তৈরি ক'রে, বাঁধ দিয়ে নানাভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাধীনতালাভের পর থেকে এই সেচব্যবস্থার কী উন্নতি হয়েছে নিচেকার হিসাব থেকেই তা বোঝা যাবে ঃ

ছোটখাট সেচ-পরিকল্পনা

১৯৪৯-৫০ সালে সরকারী কৃষিবিভাগ নিম্নলিখিত ছোটখাট সেচ-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করেছেন ঃ

পরিকল্পনার নাম	জায়গা	মোট খরচ (টাকা)
সদর মহকুমা—		
(১) সজনীকান্দার বাঁধ ..	সজিনা, সিউড়ি ..	৩,১২০
(২) রাখোরা বাঁধ	সরোটা, নানুর ..	৪,১৫০
(৩) পাঁচাপাড়া নোনা বিল ..	লাভপুর ..	৬,৮৪৪

পরিকল্পনার নাম	জায়গা	মোট খরচ (টাকা)
(৪) যোগীবাঁধ ক্যানাল ড্রেজিং ..	ডাকাতিন, দুবরাজপুর	৩৩৬
(৫) রামসাগর ক্যানাল ড্রেজিং ..	জালালপুর, দুবরাজপুর	৫৭৬
(৬) হীরবাঁধ	আসানসুলি, দুবরাজপুর	১,২৬০
(৭) পাঁচরা বিল	খয়রাসোল ..	৩,২৪০
(৮) মালিতপুর শুন্নি বাঁধ ..	তালবোনা, লাভপুর	২,০০০
(৯) আবাধনগর বাঁধ ..	রাজনগর ..	৬,০০০
(১০) কান্দার বাঁধ সংস্কার ..	মোস্তাহী, লাভপুর	১,৮০০
(১১) লোবা ইরিগেশন ক্যানাল ..	দুবরাজপুর ..	৩,৬০০
(১২) মধুরাই বাঁধ	মতিজাপুর, দুবরাজপুর	৫,৭৭৫
রামপুরহাট মহকুমা—		
(১৩) অম্বুয়া ক্যানাল ড্রেজিং ..	অম্বুয়া, মুরারই	৩,১৪৯॥/০

এতে ক'রে যে-পরিমাণ জমি উপকৃত হয়েছে ও যে বাড়তি ফসল পাওয়া গেছে, নিচে তারও একটা হিসাব দেওয়া হ'ল :

পরিকল্পনা নং	উপকৃত জমির পরিমাণ (একর)	বাড়তি ফসলের পরিমাণ (টন) খারিপ-শস্য	রবিশস্য
১	৩৩৩	৪৫	৫
২	২৫০	৪৪	১০
৩	৬০০	২২১	৫০
৪	৫০	৩	০

পরিকল্পনা নং			উপকৃত জমির পরিমাণ (একর)	বাড়তি ফসলের পরিমাণ (টন)	
				খারিপ-শস্য	রবিশস্য
৫	..	..	৬৬	১০	১১
৬	..	..	১৫	৭	৩
৭	..	..	১১৭	৫৫	৪০
৮	..	..	৩০০	১৩০	..
৯	..	..	১০০	৩০	..
১০	..	..	২০০	১৩৩	..
১১	..	..	৪০০	১৪০	৭০
১২	..	..	৬৭	২৬	২২
১৩	..	..	১৮০	২৫	৫০

১৯৫০-৫১ সালে সরকারী বিভাগ নিম্নলিখিত ছোটখাট সেচ-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করেছেন :

পরিকল্পনার নাম		জায়গা		মোট খরচ (টাকা)
সদর মহকুমা—				
(১) খোসকদমপুর বাঁধ	..	থানা বোলপুর	..	১,১১৭॥৵০
(২) সুরুল বাঁধ ..	..	"		৮,০৫৬॥০
(৩) সুরুল ক্যানাল সংস্কার	..	"		২২০
(৪) বাঁধগোরা বাঁধ ..	..	"		৬৪৪
(৫) লাইকাবাজার বাঁধ	..	"		৩,৫২৩
(৬) শ্রবণানন্দপুর বাঁধ	..	"		৩,৭৮০

পরিকল্পনার নাম	জায়গা	মোট খরচ (টাকা)
সদর মহকুমা—		
(৭) দেবানন্দপুর বাঁধ ..	থানা বোলপুর ..	৪,৪৪২
(৮) লালদা বাঁধ	,, .-	৩,৭৮০
(৯) হীর বাঁধ	থানা রাজনগর ..	১,১০০
(১০) দক্ষিণকালী বাঁধ ..	,,	৮৬৭
(১১) সত্যকিঙ্কর বাঁধ ..	,,	৭৯৬
(১২) কিটচোন বাঁধ ..	,,	৬৫৯
(১৩) কালী বাঁধ	থানা দুবরাজপুর ..	২,৭৫৬
(১৪) দক্ষীণ কীর্ণাহার ড্রেনেজ ..	থানা নানুর ..	১,৯৯৫
(১৫) বড়নোথ ক্যানাল ড্রেজিং ..	,,	৪,৮৮৪
(১৬) সুকুর বাঁধ	,,	২,১৮৪
(১৭) কামারডাঙ্গা ক্যানাল ড্রেজিং ..	,,	১,০৯৭
(১৮) আবাডাঙ্গা গুনুছিয়া ড্রেনেজ	থানা লাভপুর ..	৩,৬৩৭
(১৯) মুস্তলীনালা ড্রেজিং ..	,,	৬৭০
(২০) চোরকাঁটা নালা ড্রেজিং ..	,,	৬৪০
(২১) কালিদাস নালা সংস্কার	,, ..	৩৯৮
রামপুরহাট মহকুমা—		
(২২) গোরসা ক্যানাল সংস্কার ..	থানা মুরারই ..	৩,৭৪২
(২৩) ভরাদিপুর নালা ড্রেজিং ..	থানা ময়ূরেশ্বর ..	৫২৪

এতে ক'রে যে-পরিমাণ জমি উপকৃত হয়েছে ও যে-পরিমাণ বাড়তি ফসল পাওয়া গেছে নিচে তারও একটা হিসাব দেওয়া হ'ল :

পরিকল্পনা নং	উপকৃত জমির পরিমাণ (একর)	বাড়তি ফসলের পরিমাণ (টন)		
		খারিপ-শস্য	গম	রবিশস্য
১	২০	৬	..	৫
২	৮০	৫০	৫	৫
৩	৩৪	৪০	১০	৫
৪	৩৪	১২	..	..
৫	৫৭	৫০	৩	৭
৬	১৩২	৩৫	..	..
৭	৯৩	৩৫	..	..
৮	৪০	২৫	..	..
৯	১৮	১২	..	৩
১০	২০	১১	১	৩
১১	২২	১১	২	৩
১২	১৭	৬	..	২
১৩	১০০	১১	৬	১০
১৪	১৫০	২০	..	..

পরিকল্পনা নং	উপকৃত জমির পরিমাণ (একর)	বাড়তি ফসলের পরিমাণ (টন) খারিপ-শস্য	গম	রবিশস্য
১৫	২৫০	৩৪	..	১২
১৬	৫০০	১৮৮	৭	১৫
১৭	৮৫	১২	১	৩
১৮	৩০০	৫০	১০	২২
১৯	৩৫	২৫	৫	৮
২০	২৯	১২	২	৩
২১	৪০	১৫	২	৪
২২	১৯৫	২০	১৫	২৫
২৩	৮৩	১১	..	..

এ ছাড়া ১৯৫০-৫১ সালে বীরভূমের জেলা-শাসক তাঁর নির্দিষ্ট তহবিল থেকে ১২,৭৯২৸০ আনা খরচ ক'রে জেলার মধ্যে মোট ২২টি ছোটখাট সেচ-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করেন। এর মধ্যে ৯টি পরিকল্পনা বাস্তবরূপ পেয়েছে সদর মহকুমায়, আর ১৩টি রামপুরহাট মহকুমায়। এতে ক'রে মোট ৫,১৯৬ একর জমি সেচের দিক থেকে উপকৃত হয়েছে আর, বাড়তি ফসল ফলেছে—(১) খারিপ-শস্য ১,২১৯ টন, (২) গম ২৪৬ টন ও (৩) রবিশস্য ৪৫৯ টন।

১৯৫০-৫১ সালে সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগ বীরভূম জেলায় যে দু'টি ছোটখাট সেচ-পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ করেন তাদের নাম—(১) নাগারি বাঁধ, আর (২) বেলগ্রাম বাঁধ। প্রথমটির জন্য খরচ হয় ২০,১১৩৲ টাকা, আর দ্বিতীয়টির জন্য ২৫,৭৫৫৲ টাকা। প্রথম পরিকল্পনায় উপকৃত জমির পরিমাণ ২৪০ একর, আর দ্বিতীয়টির বেলায় ৩৫০ একর। এতে ক'রে বাড়তি ফসল ফলেছে প্রথম পরিকল্পনায়—(১) খারিপ-শস্য ২৭ টন, আর রবিশস্য ৩০; টন এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায়—(১) খারিপ-শস্য ১৭৫ টন, আর রবিশস্য ৪৪ টন।

তা ছাড়া, ১৯৪৯-৫০ সালে বীরভূম জেলায় সেচোপযোগী ৫২টি পুষ্করিণী সংস্কার করা হয়, আর ১৯৫০-৫১ সালে ৪০টি। এই বাবত দু'বছরে খরচ হয় মোট ১,৬৯,৬১৪ টাকা। এইভাবে দু'বছরে যে ৯২টি পুষ্করিণী সংস্কার করা হয় তাতে ক'রে উপকৃত জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,২২৮ একর এবং বাড়তি ফসল পাওয়া যায়—(১) খারিপ-শস্য ১০,০১৬ মণ; (২) গম ও অন্যান্য শস্য ৮৭৮ মণ; আর (৩) মাছ পাওয়া যায় ৪২২ মণ।

এর উপর, ১৯৫১-৫২ সালে মোট ৪০টি এবং ১৯৫২-৫৩ সালে মোট ৩৫টি ছোটখাট সেচ-পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে সদর মহকুমায়। ১৯৫৩-৫৪ সালেও এই মহকুমায় প্রায় ৪০টি ছোটখাট সেচ-পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হবার কথা। কিন্তু, এই বই লেখা পর্যন্ত তার পূর্ণ বিবরণ জানতে না পারায় এখানে তার উল্লেখ করা গেল না। সরকারী সাহায্য ছাড়াও, ১৯৫২-৫৩ সালে জনসাধারণের সমষ্টিগত চেষ্টায় একটি ক্ষুদ্র সেচ-পরিকল্পনা বাস্তবরূপ নিয়েছে।

রামপুরহাট মহকুমায় ১৯৫১-৫২ সালে ১৫টি ছোটখাট সেচ-পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়, আর ১৯৫২-৫৩ সালে ৪টি। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই মহকুমায় ৪৫টি ক্ষুদ্র সেচ-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হবার কথা। কিন্তু, উপরে লিখিত একই কারণে সেগুলির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হ'ল না।

বড় রকমের সেচ-পরিকল্পনা

যেসব ছোটখাট সেচ-পরিকল্পনার কথা এতক্ষণ বলা হ'ল, তা সমস্তই স্বাধীনতালাভের পরে হয়েছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বীরভূম জেলায় মাত্র একটি ছোট আর একটি বড় সেচ-ব্যবস্থা ছিল। ছোট সেচ-ব্যবস্থাটির নাম কাশিয়ানালা; আর বড় সেচ-ব্যবস্থাটির নাম বক্রেশ্বর ক্যানেল। এই খালটির কাজ শেষ হয় ১৯৩৪-৩৫ সালে, খরচ

হয় ৩,৮৮,০০০ টাকা। বক্রেশ্বর নদীর জল এই খালে প্রবাহিত হয়। এই খালের দৈর্ঘ্য ২৩ মাইল ১,৯১৫ ফুট। এই খালের জলে প্রায় ১০,০০০ একর জমিতে জলসেচ করা যায়।

কিন্তু, যে বড় সেচ-পরিকল্পনাটি বীরভূম জেলার রূপই বদলে দিতে চলেছে, তার নাম ময়ূরাক্ষী জলাধার-পরিকল্পনা।

নদীর জল পুরোপুরি কাজে লাগাবার জন্য যেসব কর্মসূচি সরকার হাতে নিয়েছেন, তার মধ্যে প্রধান একটি হচ্ছে ময়ূরাক্ষী জলাধার-পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার অন্তর্গত কর্মসূচির মধ্যে চারটি "বারাজ" ও একটি পাকা-জলনালী (অ্যাকুইডাক্ট) এপর্যন্ত তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে সেচখালও কাটা হয়েছে বহু মাইল বিস্তৃত। আরও একটি বারাজের কাজ এবং অন্যান্য পাকা-জলনালী ও "ড্যাম" (হ্রদবাঁধ বা জলাধার) তৈরির কাজও দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যাচ্ছে, ১৯৫৫ সালে এই পরিকল্পনার সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় যে-পরিমাণ জল দরকার হবে, তার বেশিরভাগ জলই পাওয়া যাবে ময়ূরাক্ষী নদী থেকে। এই নদীটি বিহারের অন্তর্গত সাঁওতালপরগনার পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার অসমতল ভূভাগ পার হয়ে দত্তবাটীর কাছে ভাগীরথী নদীতে গিয়ে মিশেছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হ'লে শুধু যে বীরভূম জেলারই শ্রী ফিরবে তা নয়, এতে ক'রে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলায় জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত খারিপ-খন্দে ৬,০০,০০০ একর জমিতে এবং নবেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত রবি-খন্দে ১,২০,০০০ একর জমিতে সেচের কাজ চলবে। তা ছাড়া, বিহারের ৩২,৫০০ একর জমিতেও চলবে সেচের কাজ। ময়ূরাক্ষী অববাহিকার নিম্নাঞ্চলেও

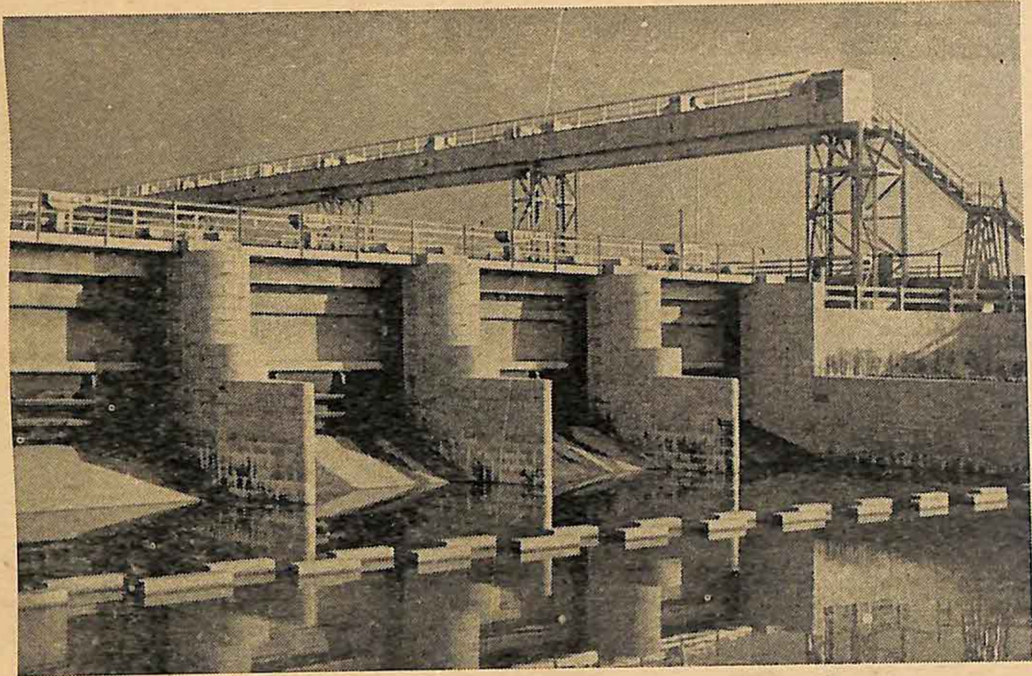
প্লাবন ক'মে যাবে এর ফলে। আর, এর থেকে বরাকরের জন্য ২,০০০ কিলোওয়াট আর, সেচের মরসুমে অতিরিক্ত ২,০০০ কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হবে।

ভালভাবে হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে, প্রতি একরে আধ টন বা ১৩ মণ ২৫ সের ক'রে ধান বেশি ফলবে। সেতুবাঁধের সাহায্যে সেচ-দেওয়া ৮০,০০০ একর খারিপ-জমির ধান যখন ১৯৫১ সালে কাটা হ'ল, তখন এই হিসাবই সমর্থিত হয়েছে। খালের কল্যাণে এইভাবে বছরে বাড়তি ধান পাওয়া যাবে তিন লক্ষ টন। দোফসলী জমিতে শীতকালে গম, আলু এবং সরষেও উৎপন্ন হবে।

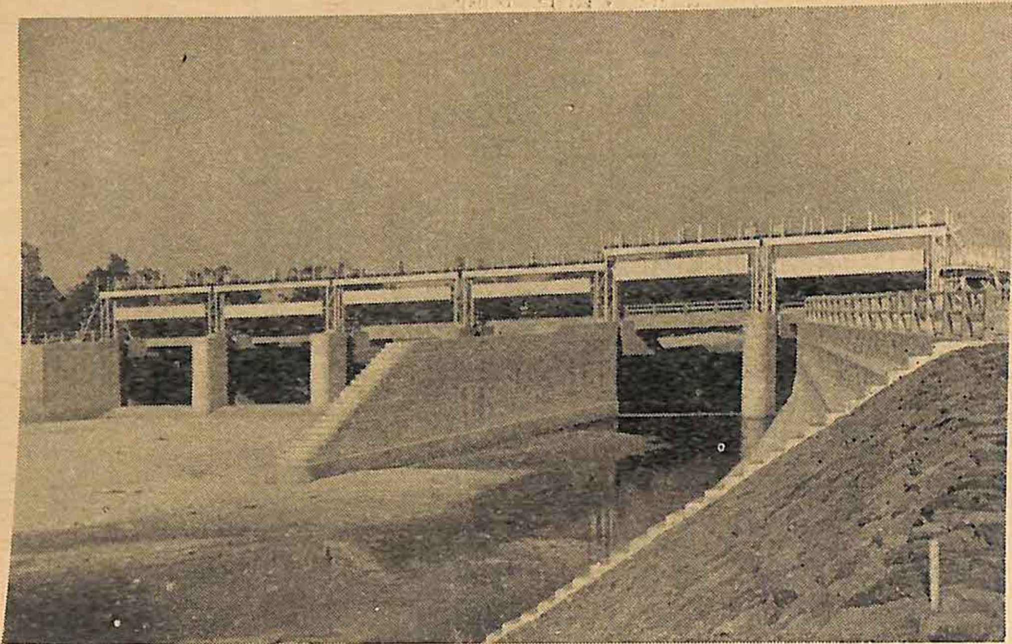
ময়ূরাক্ষী নদীর উপরে যে সেতু-বাঁধটি দেওয়া হয়েছে তার নাম তিলপাড়া বারাজ। ময়ূরাক্ষী জলাধার-পরিকল্পনায় জলসরবরাহ-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে নির্মিত এটিই হ'ল প্রধান সেতু-বাঁধ। বীরভূমের সদর শহর সিউড়ি থেকে দু'মাইল দূরে তিলপাড়ায় এটি তৈরি হয়েছে। তৈরির কাজ শুরু হয় ১৯৪৮ সালে, আর শেষ হয় ১৯৫১ সালের জুন মাসে। এই সেতু-বাঁধটি ১,০১৩ ফুট দীর্ঘ। তৈরি করতে খরচ হয়েছে এক কোটি এগার লক্ষ টাকা।

এ ছাড়া আর যেসব ছোটখাট সেতু-বাঁধ বা বারাজ এই পরি-কল্পনার অন্তর্গত নিচে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল:

বক্রেশ্বর বারাজ: বক্রেশ্বর নদীটি সাঁওতালপরগনার পাহাড় থেকে নেমে ময়ূরাক্ষীর দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রায় ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে সমান্ত-রাল প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে ময়ূরাক্ষীতে গিয়ে পড়েছে। বক্রেশ্বর ক্যানেলের কথা আগেই বলা হয়েছে। সেটিকেই নতুন ক'রে বর্তমান সেচব্যবস্থার উপযুক্ত ক'রে গ'ড়ে তোলা হয়েছে। তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। খরচ পড়েছে ৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা।



তিলপাড়া বারাজ : বীরভূম



কোপাই বারাজ : বীরভূম

কোপাই বারাজঃ কোপাই (কোপবতী) নদীটির আর একটি নাম হচ্ছে "শাল"। এটি বীরভূম জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের জলনিকাশের একটি প্রধান প্রবাহ এবং ময়ূরাক্ষীর দক্ষিণ পাড়ের খালগুলিতে জল যোগাবার জন্য যেসব ব্যবস্থা করতে হয়েছে তার মধ্যে এই কোপাই বারাজটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। বারাজটি তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেছে। খরচ পড়ছে ২৬ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা।

দ্বারকা বারাজঃ ময়ূরাক্ষীর উত্তর পাড়ের একটি ছোট নদী দ্বারকা। ছোটনাগপুরের পাহাড় থেকে বেরিয়ে মোটামুটি ময়ূরাক্ষীর সমান্তরাল স্রোতেই এটি প্রবাহিত। ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীর থেকে কাটা জলসরবরাহের যে প্রধান খালটি ময়ূরাক্ষী বারাজের কাছ থেকে বেরিয়েছে, সেটি এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ১১ মাইল দূরে। সেই জায়গায় দ্বারকা নদীর উপরে নির্মিত হয়েছে দ্বারকা বারাজ। একটি প্রধান রাজ্যসড়কসেতুও এর উপরে তৈরি হচ্ছে।

ব্রহ্মাণী বারাজঃ ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরে ব্রহ্মাণী নদীতেও একটি সেতু-বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। কাজ আরম্ভ করা হয়েছে ১৯৫৩ সালে, এখনও শেষ হয় নি। শেষ করতে খরচ হবে আনুমানিক ৩৫ লক্ষ টাকা।

চন্দ্রভাগার পাকা-জলনালী (অ্যাকুইডাক্ট): ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার সবচেয়ে কঠিন যে-কয়টি কাজ, তার মধ্যে একটি হচ্ছে এখানকার কাজ। ময়ূরাক্ষীর দক্ষিণ তীর থেকে কেটে বার-করা প্রধান খালটি আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করেছে এই চন্দ্রভাগা নদীকে। এখানকার পাকা জলনালী নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি। বাইশ ফুট চওড়া একটি রাজ্যসড়কসেতুও তৈরি ক'রে দেওয়া হয়েছে এর উপর। খরচের পরিমাণ প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা।

মশানজোড়-জলাধার : এই পরিকল্পনার প্রধান বিষয়টি হ'ল একটি জলাধার তৈরি করা। বিহারের মশানজোড়ের কাছে ময়ূরাক্ষীর বুকে একটি বাঁধ দিয়ে এই জলাশয়টি তৈরি হচ্ছে। কাজ এগিয়ে গেছে অনেকদূর। বাঁধটির দৈর্ঘ্য হবে ২,১৭০ ফুট, আর সবচেয়ে গভীর জায়গায় এর উচ্চতা হবে ১৫৫ ফুট। দু'দিকে পাহাড় থাকায় জলাশয়টির দৃশ্যও হবে মনোরম।

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে বীরভূম জেলাতেও সমাজ-উন্নয়নের (কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্ট প্রজেক্টের) কাজ শুরু হয়েছে। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল গ্রাম ও গ্রামবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করা। এর মধ্যে যে কাজগুলির উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, তা হ'ল —(ক) কৃষি ; (খ) স্বাস্থ্য ; (গ) শিক্ষা ; (ঘ) যোগাযোগ-ব্যবস্থা ; (ঙ) রাস্তাঘাট ; (চ) কর্ম-সংস্থান ; (ছ) বাসগৃহ ও (জ) সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ।

এই পরিকল্পনা অনুসারে বীরভূম জেলায় সম্প্রতি যে তিনটি ব্লকে কাজ চলছে তার দু'টি হ'ল সদর মহকুমার মহম্মদবাজারে, আর আহম্মদপুরে ; তৃতীয়টি রামপুরহাট মহকুমার নলহাটিতে। ময়ূরাক্ষী জলাধার পরিকল্পনার ফলে সেচ ও বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার যে উন্নতি হবে তার প্রধান সুযোগ লাভ করবে এই ব্লকগুলি। তাতে ক'রে এইসব অঞ্চলের কৃষি, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ-ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হবে।

কৃষিকাজের জন্য চাই ভালজাতের সুস্থ বলদ। মহম্মদবাজার, আহম্মদপুর ও নলহাটি ব্লকে ভালজাতের বলদ আমদানি ক'রে চাষবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নলহাটি ব্লকের কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ১৯৫২ সালের ১লা অক্টোবর এই ব্লকের কাজ শুরু হয় পুষ্করিণী থেকে কচুরিপানা তোলা এবং তা থেকে সার বানানো, ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধের জন্য

বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ডি-ডি-টি স্প্রে করা, বসন্তের টিকা ও কলেরার ইন্‌জেকশন দেওয়া, গাছগাছড়া লাগানো, রাস্তা মেরামত ও তৈরি—এই ধরনের কাজের মধ্যে দিয়ে। এই ব্লকের আয়তন ৫৭,০০০ একরের কিছু বেশি। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই ব্লকে যে টাকা খরচ হবে ব'লে ধার্য হয়েছে তার পরিমাণ ৩৭,৪৩,৫৬২ টাকা। এই ব্লকে ইতিমধ্যেই (১৯৫২-৫৩) ১০টি সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মহম্মদবাজার ব্লকে জলের অভাব পূরণের জন্য ২২টি ইঁদারা খনন করা হয়েছে। এই অঞ্চলে একটি হাইস্কুল ও তিনটি জুনিয়ার হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য এ যাবৎ ১১,৭৫০ টাকা ব্যয় হয়েছে। তা ছাড়া, দশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার জন্যও খরচ হয়েছে ১৪,০০০ টাকা। নিরক্ষরতা ও সামাজিক অশিক্ষা দূর করার জন্য এই ব্লকে এ যাবৎ ৩৬টি সমাজ-শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় এই অঞ্চলে কয়েক মাইল রাস্তা করা হয়েছে; তা ছাড়া, কয়েকটি সাঁকোও মেরামত করেছেন তাঁরা। মাছের চাষ বাড়াবার জন্য এই এলাকার ২০টি পুকুরে মাছের চাষ করা হয়েছে এবং এজন্য গ্রামবাসীদের দেওয়া হয়েছে ৩,৭০০ টাকা। চাষের উন্নতির জন্য এই অঞ্চলের গ্রামবাসীদের ৩৬,৩৭০ টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন শস্যবীজও বিতরণ করা হয়।

আহম্মদপুর ব্লকে চাষের উন্নতির জন্য ১,৮৫০ টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হয়; তা ছাড়া, গ্রামবাসীদের মধ্যে ৫,৯১০ টাকাও বিলি করা হয়েছে। শষ্যবীজ ও সারও বিতরণ করা হয়। তা ছাড়া, সরকারী সাহায্যে ও চাষীদের একান্ত সহযোগিতায় এই এলাকার ১১৬ একর পতিত জমি উদ্ধার ক'রে চাষযোগ্য করা হয়েছে। সেচের জন্য ৮টি পাম্প এবং চাষের জন্য ৬টি "সুফলা" লাঙ্গলও বিলি করা হয় এই ব্লকে। মাছের চাষের দিকেও যত্ন নেওয়া হয়েছে।

২৪টি পুকুরে মাছের চাষ হচ্ছে। গোমহিষাদির চিকিৎসার জন্য আহম্মদপুরে একটি পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়েছে। তা ছাড়া, উন্নত শ্রেণীর হাঁসমুরগি প্রজননের জন্য এই এলাকায় ২৫০টি ভালো জাতের হাঁসমুরগি বিলি করা হয়। এই ব্লকে একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ও আছে। পানীয় জলের অভাব দূর করবার জন্য এই এলাকায় ২টি ইঁদারা ও ১২টি রিং-ওয়েল খনন করা হয়েছে।

শিল্প

বৃহদায়তন শিল্প বলতে বীরভূম জেলায় বিশেষ কিছু নেই। তবে কুটিরশিল্প চালু আছে জেলার অনেক জায়গাতেই।

সদর মহকুমা

তাঁতশিল্প—রাজনগর থানার তাঁতিপাড়া, সাঁইথিয়া থানার মুরাডিহি উদ্বাস্তু-শিবির, সিউড়ি থানার আলুন্দা ও করিধ্যা, ইলামবাজার থানার সুখবাজার ও মির্জাপুর এবং বোলপুর থানার শ্রীনিকেতন।

রেশমশিল্প—রাজনগর থানার তাঁতিপাড়া, বোলপুর থানার শ্রীনিকেতন ও সিউড়ি থানার করিধ্যা।

কাঁসাশিল্প—পাথরকুচি, দুবরাজপুর, ইলামবাজার, লোকপুর এবং খয়রাসোল থানার হজরতপুর ও ইলামবাজার থানার টিকরবেতা।

লাক্ষাশিল্প—ইলামবাজার।

ছুরি-কাঁচিশিল্প—দুবরাজপুর, খরুন, লোকপুর ও রাজনগর।

রামপুরহাট মহকুমা

তাঁতশিল্প—নলহাটি থানার কয়থা।

কাঁসাশিল্প—নলহাটি।

রেশমশিল্প—বসোয়া ও বিষ্ণুপুর।

(চালের কল ও তেলের কল দুই মহকুমাতেই আছে। এইসব কলেই শ্রমিকের সংখ্যা কিছু বেশি।)



সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনায় জল-সরবরাহের ব্যবস্থা ঃ মহম্মদবাজার



মৃৎশিল্প : শ্রী নিকেতন

কুটিরশিল্পে শ্রীনিকেতনের "বিশ্বভারতী শিল্পভবনে"র একটা বিশেষ স্থান আছে। রুচি ও কারুকলার দিক থেকে শ্রীনিকেতনের এই শিল্পকেন্দ্রের প্রত্যেকটি জিনিসই সারা ভারতে সমাদর লাভ ক'রে আসছে। শ্রীনিকেতনের তৈরি জিনিস বিদেশের কয়েকটি প্রদর্শনীতেও বিশেষ প্রশংসা পেয়েছে। এখানকার তাঁতে তৈরি কাপড়চোপড়, বিছানার চাদর, টেবিল-ঢাকনা, জানালা-দরজার পরদা, চামড়ার ব্যাগ, মোড়া-ঢাকনা মাটির তৈরি শৌখিন জিনিস বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বীরভূম জেলার ব্যবসায়কেন্দ্রের মধ্যে প্রধান হ'ল দুবরাজপুর, সিউড়ি, বোলপুর, সাঁইথিয়া, পুরন্দরপুর, আহমদপুর, ফতেপুর, রামপুরহাট, মারগ্রাম, নলহাটি ও মুরারই।

সমবায়

বীরভূম জেলার সদর মহকুমায় ২টি ও রামপুরহাট মহকুমায় ২টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। সদর মহকুমার ২টির মধ্যে একটির নাম বীরভূম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যঙ্ক লিমিটেড্ এবং অন্যটির নাম বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক। প্রথমটি সিউড়িতে এবং দ্বিতীয়টি শান্তিনিকেতনে অবস্থিত। রামপুরহাট মহকুমার একটি রামপুরহাটে অন্যটি নলহাটিতে অবস্থিত। এই ব্যাঙ্ক চারটির অধীনে মোট ১,১৬২টি সমবায় সমিতি আছে।

বীরভূম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অধীনে ২৯৩টি সমবায় সমিতি আছে। তার মধ্যে ২১৯টিই হ'ল সমবায় ঋণদান সমিতি। আর, ২টি হ'ল উইভার্স (তন্তুবায়) কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি; ১৩টি কো-অপারেটিভ্ মাল্‌টিপার্পাস (সর্বার্থসাধক) সোসাইটি, ১টি পারচেজ অ্যাণ্ড সেল (ক্রয়-বিক্রয়) সোসাইটি, এবং ৫৮টি কো-অপারেটিভ্ ইরিগেশন (সেচ) সোসাইটি। ১৯৫২-৫৩ সালে এই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ৩,৯১,৭২০ টাকার শস্যঋণ দেন।

বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের অধীনে ২৫৯টি সমবায় সমিতি আছে। তার মধ্যে ২১২টি হ'ল গ্রাম্য ঋণদান সমিতি আর ১টি পারচেজ অ্যাণ্ড সেল (ক্রয়-বিক্রয়) সোসাইটি, ৩৯টি কো-অপারেটিভ্ ইরিগেশন (সেচ) সোসাইটি এবং ৭টি কো-অপারেটিভ্ মাল্‌টি-পার্পাস্ (সর্বার্থসাধক) সোসাইটি। ১৯৫২-৫৩ সালে এই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ৪,৫৫,৮৬৩ টাকার শস্যঋণ দেওয়া হয়।

রামপুরহাট মহকুমায় যে দু'টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে তাদের নাম হ'ল : (১) রামপুরহাট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও (২) নলহাটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক। রামপুরহাট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের অধীনে ১৪২টি শস্যঋণ সমিতি, ১৫২টি অন্যান্য ঋণদান সমিতি এবং ১৭টি কো-অপারেটিভ্ ইরিগেশন (সেচ) সোসাইটি আছে। আর, নলহাটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের অধীনে আছে ২৭৩টি গ্রাম্য ঋণদান সমিতি, আর ৬টি ইরিগেশন (সেচ) সোসাইটি। এই দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ১৯৫২-৫৩ সালে ৪,৫৪,১৩৬ টাকার শস্যঋণ দেওয়া হয়।

বীরভূম জেলায় একটি কো-অপারেটিভ্ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক আছে। তার সদস্য-সংখ্যা ৭০৫, আর ঐ ব্যাঙ্কে মূলধন খাটছে ২,৭২,২০০ টাকার। কো-অপারেটিভ্ ইরিগেশন সোসাইটিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ও উল্লেখযোগ্য—দাদপুর-ডৌকি সোসাইটি। জেলার মধ্যে মাত্র একটি ডেয়ারি ফার্মিং সোসাইটি আছে। তার নাম সিউড়ি কো-অপারেটিভ্ ডেয়ারি ফার্ম লিমিটেড।

সমবায় আন্দোলনের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচেছ। জেলার চারটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও তাদের শাখাকেন্দ্রগুলি মারফত জেলার কৃষক-সাধারণ অল্প সুদে ঋণগ্রহণের সুবিধা পাচেছ ব'লে পল্লী-অঞ্চলে সমবায় সমিতিগুলির জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে।

বনভূমি ও মৎস্য চাষ

বীরভূম জেলায় বড় রকমের কোন বন না থাকলেও, সদর মহকুমার ১৩,৫৯৭·১১ একর এবং রামপুরহাট মহকুমার ৮১৩·৩১ একর জমি বনভূমির অন্তর্গত। এসব বনে যেসব গাছ দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে শাল, অর্জুন, পিয়ার, ধ'ও, কেন্দ ও মহুয়া গাছই প্রধান।

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে বীরভূম জেলায় বনীকরণের (অ্যাফরেষ্টেশনের) যে কাজ হয়েছে নিচে তার হিসাব দেওয়া হ'ল:

	একর
(১) বোলপুর থানা—	
দ্বারকানাথপুর (১৯৫১)	৩০·১৭
তারাপুর (১৯৫১)	১২·২৫
বল্লভপুর (১৯৫৩)	৮০·৫০
ক্যানাল ব্যাঙ্ক (১৯৫৩)	২২·০০
মোট ..	১৪৪·৯২
(২) দুবরাজপুর থানা—	
হেতমপুর (১৯৫১)	৬·০০
(৩) সিউড়ি থানা—	
সরমারা (১৯৫১)	৮৫·৪৬
সরমারা (১৯৫২)	৩·৭০
উত্তর রায়পুর (১৯৫২)	১৫·১৬
ক্যানাল্ ব্যাঙ্ক (১৯৫৩)	১৩২·০০
মোট ..	২৪২·৩২

	একর
(৪) রামপুরহাট থানা—	
কাষ্ঠগড়া (১৯৫১)	৯০·০০
কাষ্ঠগড়া (১৯৫২)	৪২·৭১
জটলা (১৯৫২)	২৩·৮০
মোট ..	১৫৬·৫১
(৫) মহম্মদবাজার থানা—	
চকমুকুন্দ (১৯৫১)	৩৫·৩০
নিশ্চিন্তপুর (১৯৫২)	৬০·০০
মোট ..	৯৫·৩০
সর্বমোট ..	৬৩৯·০৫

এই ব্যাপারে খরচ হয়েছে:	টাকা
(১) বোলপুর থানায়	৩৫,৩৩০৶০
(২) দুবরাজপুর থানায়	৫,৫৮৬৴০
(৩) সিউড়ি থানায়	৩২,৫৪৩৶০
(৪) রামপুরহাট থানায়	৩০,৩২৩।৴০
(৫) মহম্মদবাজার থানায়	১৭,৭৫৮৴০
মোট ..	১,২১,৫৩৭৸৴০

সরকারী ব্যবস্থায় বীরভূম জেলায় যে বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্যচাষ-উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে নিচে তা বিবৃত করা হ'লঃ

(ক) পুকুরে মৎস্যচাষ-উন্নয়ন পরিকল্পনা (ইউনিয়নব্যাপী)—

এই পরিকল্পনায় কোন পুকুরের মালিক বা ইজারাদারকে পুকুরের আয়তন অনুসারে মৎস্যচাষের জন্য ঋণ দেবার ব্যবস্থা আছে। তাতে ক'রে পুকুরের মালিক বা ইজারাদার প্রতি বিঘা জলের জন্য ৬০ টাকা ঋণ পেতে পারেন। দু'বছরে (প্রয়োজন হ'লে চার কিস্তিতে) শতকরা ৬।০ আনা সুদে এই ঋণ পরিশোধ করা হয়। কেবল মৎস্যচাষের জন্যই এই ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

মহকুমা	বছর	যে-কয়টি পুকুরে কাজ হয়েছে	জলের আয়তন (বিঘা)
সদর মহকুমা ..	১৯৪৯-৫০ ..	৫ ..	১৫
	১৯৫০-৫১ ..	৩৮ ..	২০২·৫
	১৯৫১-৫২ ..	৫৩ ..	২৪৪·৭৫
	১৯৫২-৫৩ ..	৭৪ ..	২৩৬
রামপুরহাট মহকুমা ..	১৯৫২-৫৩ ..	৬৫ ..	সঠিক জানা যায় নি।

(খ) পশ্চিমবঙ্গের শুষ্কাঞ্চলে পুকুরে মৎস্যচাষ-উন্নয়ন পরিকল্পনা—

এই পরিকল্পনায় মৎস্যচাষের উন্নয়নের জন্য কোন পুকুরের মালিককে প্রতি বিঘা জলের জন্য ৮ বছরের মেয়াদে এককালীন ১৭৫ টাকা এবং পুকুরপ্রতি উর্দ্ধপক্ষে ৫০০ টাকা ঋণদানের ব্যবস্থা আছে। ঋণের এই টাকা শতকরা ৬।০ আনা সুদে বার্ষিক কিস্তিতে

পরিশোধিত হয়। সাধারণত পুকুরের সংস্কারসাধন ও মৎস্যচাষের জন্যই এই ঋণ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

মহকুমা	বছর	যে-কয়টি পুকুরে কাজ হয়েছে	জলের আয়তন (বিঘা)
সদর মহকমা	১৯৪৯-৫০	..	..
	১৯৫০-৫১	৫	২৬
	১৯৫১-৫২	২৫	৯২·৫
	১৯৫২-৫৩	২২	৫০·৭৫
রামপুরহাট মহকুমা	১৯৫২-৫৩	১৯	৪১·৭৫

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় রামপুরহাট মহকুমায় ৫১টি মৎস্যপালনকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে বীরভূম জেলা অন্যতম স্বাস্থ্যকর স্থান। জ্বরজারি হয় বটে, কিন্তু ব্যাপকতালাভ করে না কখনও। অবশ্য ১৮৭২ সালে এবং তারপর বেশ কিছুদিন এই জেলাতেও "বর্ধমান জ্বর" প্রসারলাভ করেছিল, কিন্তু ক্রমশ এই জেলা ম্যালেরিয়ার কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছে। সরকারী ম্যালেরিয়া-নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে কাজ করেন, তার ফলে, ম্যালেরিয়া বহুলাংশে ক'মে এসেছে। ১৯৪৮ সালে যেখানে ১২৮,০৯০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়, ১৯৫১ সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২,০৬৯। বাড়ি বাড়িতে ডি-ডি-টি স্প্রে করার ফলেও বিশেষ সুফললাভ করা গেছে। স্প্রে করার আগে বীরভূম জেলায় পিলে-রোগাক্রান্ত লোকের হার ছিল শতকরা ৪১·৩, ১৯৫৪ সালে তা হয়েছে শতকরা ১০·৩।

বীরভূম জেলায় অন্য যেসব রোগ দেখা যায় তার মধ্যে কলেরা, টাইফয়েড্ ও আমাশয় খুবই সাধারণ রোগ—বিশেষ ক'রে জেলার দক্ষিণ-পূর্বে। এই জেলায় কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব, বাঁকুড়া জেলার মতই।

অবস্থিতি ও শয্যার সংখ্যাসহ বীরভূম জেলার হাসপাতাল, ঔষধালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও চিকিৎসাগার প্রভৃতির সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থিতি	পরিচালন কর্তৃপক্ষ	শয্যা সংখ্যা
	সদর মহকুমা		
সিউড়ি থানা—			
(১) সিউড়ি সদর হাসপাতাল ..	.. সিউড়ি মিউনিসিপালিটি	.. সরকার ..	৪৭
(২) সিউড়ি সদর এ জি হাসপাতাল ..	.. সিউড়ি মিউনিসিপালিটি	.. ,,	৫০
(৩) সিউড়ি কারা হাসপাতাল ..	.. সিউড়ি মিউনিসিপালিটি	.. ,,	৬০
(৪) সিউড়ি পুলিশ হাসপাতাল ..	.. সিউড়ি মিউনিসিপালিটি	.. ,,	২০
(৫) সিউড়ি কুষ্ঠ চিকিৎসাগার ..	.. সিউড়ি মিউনিসিপালিটি	.. জেলা বোর্ড ..	..
(৬) শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল ..	.. সিউড়ি মিউনিসিপালিটি	.. .. ..	..
(৭) সুলতানপুর বরুণসুন্দরী দাতব্য ঔষধালয়	.. সুলতানপুর ইউনিয়ন	.. জেলা বোর্ড ..	..
(৮) পুরন্দরপুর মনমোহিনী দাতব্য ঔষধালয়	.. পুরন্দরপুর ইউনিয়ন	.. ,,	..

প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থিতি	পরিচালন কর্তৃপক্ষ	শয্যা সংখ্যা
সদর মহকুমা			
দুবরাজপুর থানা—			
(৯) দুবরাজপুর এ জি হাসপাতাল	দুবরাজপুর ইউনিয়ন	সরকার	১০
(১০) দুবরাজপুর কুষ্ঠ চিকিৎসাগার	দুবরাজপুর ইউনিয়ন	জেলা বোর্ড	..
(১১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাসদন	দুবরাজপুর ইউনিয়ন	..	..
(১২) যাত্রা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	যাত্রা ইউনিয়ন	সরকার	৪
(১৩) বালিজুড়ি ল্যাথবোর্ন দাতব্য ঔষধালয়	বালিজুড়ি ইউনিয়ন	ইউনিয়ন বোর্ড	..
(১৪) বালিজুড়ি কুষ্ঠ চিকিৎসাগার	বালিজুড়ি ইউনিয়ন	জেলা বোর্ড	..
(১৫) হেতমপুর রাজ ঔষধালয়	হেতমপুর ইউনিয়ন	বেসরকারী	..
খয়রাসোল থানা—			
(১৬) সাগরভাঙ্গা ইউনিয়ন স্বাস্থকেন্দ্র	সাগরভাঙ্গা ইউনিয়ন	সরকার	৪
(১৭) নাকড়াকোঁদা দাতব্য ঔষধালয়	নাকড়াকোঁদা ইউনিয়ন	জেলা বোর্ড	..
(১৮) নাকড়াকোঁদা কুষ্ঠ চিকিৎসালয়	নাকড়াকোঁদা ইউনিয়ন	,,	.
(১৯) কেন্দগড়িয়া দাতব্য ঔষধালয়	কেন্দগড়িয়া ইউনিয়ন	ইউনিয়ন বোর্ড	.
(২০) বড়রা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	বড়রা ইউনিয়ন	সরকার	১০

(২১) পাঁচড়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	পাঁচড়া ইউনিয়ন	,,		৪
(২২) গিরিবালা মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র	রূপুসপুর ইউনিয়ন	বেসরকারী	..	..
ইলামবাজার থানা—				
(২৩) ইলামবাজার দাতব্য ঔষধালয়	ইলামবাজার ইউনিয়ন	জেলা বোর্ড	..	..
(২৪) বাতিকর দাতব্য ঔষধালয়	বাতিকর ইউনিয়ন	ইউনিয়ন বোর্ড	..	..
(২৫) চেল্লা ধনকৃষ্ণ গোস্বামী দাতব্য ঔষধালয়	চেল্লা ইউনিয়ন	জেলা বোর্ড	..	..
রাজনগর থানা—				
(২৬) রাজনগর লালা প্রতাপচন্দ্র দাতব্য ঔষধালয়	রাজনগর ইউনিয়ন	ইউনিয়ন বোর্ড	..	..
(২৭) রাজনগর কুষ্ঠ চিকিৎসাগার	রাজনগর ইউনিয়ন	জেলা বোর্ড	..	..
(২৮) তাঁতিপাড়া এ জি হাসপাতাল	তাঁতিপাড়া ইউনিয়ন	সরকার	..	১০
(২৯) ভবানীপুর জে এল মেমোরিয়াল দাতব্য ঔষধালয়।	ভবানীপুর ইউনিয়ন	জেলা বোর্ড	..	..
মহম্মদবাজার থানা—				
(৩০) পুরানাগ্রাম ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	পুরানাগ্রাম ইউনিয়ন	সরকার	..	৪
(৩১) হিংলো দাতব্য ঔষধালয়	হিংলো ইউনিয়ন	ইউনিয়ন বোর্ড	..	..
(৩২) মহম্মদবাজার দাতব্য ঔষধালয়	মহম্মদবাজার ইউনিয়ন	জেলা বোর্ড	..	..
(৩৩) মহম্মদবাজার কুষ্ঠ চিকিৎসাগার	মহম্মদবাজার ইউনিয়ন	,,	..	..

প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থিতি	পরিচালন কর্তৃপক্ষ	শয্যা সংখ্যা
সদর মহকুমা			
সাঁইথিয়া থানা—			
(৩৪) সাঁইথিয়া থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ..	.. সাঁইথিয়া ইউনিয়ন	.. সরকার ..	৫০
(৩৫) ভ্রমরকোল ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	.. ভ্রমরকোল ইউনিয়ন	.. ,,	৪
(৩৬) সাংড়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	.. সাংড়া ইউনিয়ন	.. ,,	৪
(৩৭) আহম্মদপুর জুবিলি দাতব্য ঔষধালয়	.. আহম্মদপুর ইউনিয়ন	.. ইউনিয়ন বোর্ড ..	..
(৩৮) অমরপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	.. অমরপুর ইউনিয়ন	.. সরকার ..	১০
লাভপুর থানা—			
(৩৯) লাভপুর থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ..	.. লাভপুর ইউনিয়ন	.. সরকার ..	২০
(৪০) বিপ্রটিকুড়ি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	.. বিপ্রটিকুড়ি ইউনিয়ন	.. ,,	১০
(৪১) চৌহট্টা নির্মলশিব দাতব্য ঔষধালয়	.. চৌহট্টা ইউনিয়ন	.. ইউনিয়ন বোর্ড ..	..
(৪২) দ্বারকা মনীন্দ্রচন্দ্র দাতব্য ঔষধালয়	.. দ্বারকা ইউনিয়ন	.. জেলা বোর্ড ..	..
নানুর থানা—			
(৪৩) কীর্ণাহার এ জি হাসপাতাল	.. কীর্ণাহার ইউনিয়ন	.. সরকার ..	১০
(৪৪) কীর্ণাহার দাতব্য ঔষধালয় ..	.. কীর্ণাহার ইউনিয়ন	.. ইউনিয়ন বোর্ড ..	..

(৪৫) নানুর মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র	কীর্ণাহার ইউনিয়ন	বেসরকারী সাহায্য প্রাপ্ত	..
(৪৬) নানুর দাতব্য ঔষধালয়	নানুর ইউনিয়ন	জেলা বোর্ড	..
(৪৭) খুজুটিপাড়া রাধাগোবিন্দজীউ দাতব্য ঔষধালয়	নোয়ানগর ইউনিয়ন	বেসরকারী	..
বোলপুর থানা—			
(৪৮) বোলপুর এ জি হাসপাতাল	বোলপুর মিউনিসিপালিটি	সরকার	১৫
(৪৯) বোলপুর ওয়ালার দাতব্য ঔষধালয়	বোলপুর মিউনিসিপালিটি	জেলা বোর্ড	..
(৫০) পিয়ারসন মেমোরিয়াল হাসপাতাল	শান্তিনিকেতন ইউনিয়ন	বেসরকারী	২৪
(৫১) পিয়ারসন মেমোরিয়াল ঔষধালয়	শান্তিনিকেতন ইউনিয়ন	,,	..
(৫২) শ্রীনিকেতন ঔষধালয়	শান্তিনিকেতন ইউনিয়ন	,,	..
(৫৩) শ্রীনিকেতন কুষ্ঠ চিকিৎসাগার	শান্তিনিকেতন ইউনিয়ন	,,	..
(৫৪) শ্রীনিকেতন মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র	শান্তিনিকেতন ইউনিয়ন	,,	..
(৫৫) শালতোড় কসবা দাতব্য ঔষধালয়	শালতোড় ইউনিয়ন	জেলা বোর্ড	..
(৫৬) বেরুগ্রাম দাতব্য ঔষধালয়	সিয়ান ইউনিয়ন	ইউনিয়ন বোর্ড	..
(৫৭) বেরুগ্রাম মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র	সিয়ান ইউনিয়ন	বেসরকারী	..
(৫৮) রাইপুর মনমোহিনী দাতব্য ঔষধালয়	রাইপুর ইউনিয়ন	,,	..
(৫৯) সিঙ্গি দাতব্য ঔষধালয়	সিঙ্গি ইউনিয়ন	ইউনিয়ন বোর্ড	..
(৬০) সুপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	সুপুর ইউনিয়ন	সরকার	১০

প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থিতি	পরিচালন কর্তৃপক্ষ	শয্যা সংখ্যা
রামপুরহাট মহকুমা			
রামপুরহাট থানা—			
(৬১) রামপুরহাট মহকুমা সরকার পরিচালিত হাসপাতাল।	রামপুরহাট মিউনিসিপালিটি	সরকার ..	১২
(৬২) রামপুরহাট রেলবিভাগীয় মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র।	রামপুরহাট মিউনিসিপালিটি	রেলবিভাগ ..	..
(৬৩) রামপুরহাট রেলবিভাগীয় ঔষধালয় ..	রামপুরহাট মিউনিসিপালিটি	,,	..
(৬৪) তারাপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ..	তারাপুর ইউনিয়ন ..	সরকার ..	৪
(৬৫) বাসওয়া দাতব্য ঔষধালয় ..	বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন ..	ইউনিয়ন বোর্ড ..	..
(৬৬) হাসুন পূর্ণচন্দ্র দাতব্য ঔষধালয় ..	হাসুন ইউনিয়ন ..	জেলা বোর্ড ..	..
(৬৭) কাষ্ঠগড়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ..	কাষ্ঠগড়া ইউনিয়ন ..	সরকার ..	৪
ময়ূরেশ্বর থানা—			
(৬৮) মল্লারপুর দাতব্য ঔষধালয়	মল্লারপুর ইউনিয়ন ..	ইউনিয়ন বোর্ড ..	..
(৬৯) ময়ূরেশ্বর দাতব্য ঔষধালয়	ময়ূরেশ্বর ইউনিয়ন ..	জেলা বোর্ড ..	..
(৭০) কুণ্ডলা কাদম্বিনী দাতব্য ঔষধালয় ..	কুণ্ডলা ইউনিয়ন ..	,,	..
(৭১) বাসুদেবপুর নলিনাক্ষ দাতব্য ঔষধালয় ..	সাতপত্র ইউনিয়ন ..	ইউনিয়ন বোর্ড ..	..
(৭২) দক্ষিণগ্রাম বরদাসুন্দরী দাতব্য ঔষধালয়	দক্ষিণগ্রাম ইউনিয়ন ..	,,	
(৭৩) লোকপাড়া ডেকা ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য ঔষধালয়।	ডেকা ইউনিয়ন ..	,,	.

নলহাটি থানা—

(৭৪) নলহাটি এ জি হাসপাতাল	নলহাটি ইউনিয়ন	সরকার	২০
(৭৫) সোমারকুণ্ডু ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	বাউটিয়া ইউনিয়ন	,,	১০
(৭৬) বোড়লা দাতব্য ঔষধালয়	বোড়লা ইউনিয়ন	ইউনিয়ন বোর্ড	..
(৭৭) লোহাপুর দাতব্য ঔষধালয়	বড়া ইউনিয়ন	,,	..
(৭৮) বড়াল কুষ্ঠ চিকিৎসাগার	বড়া ইউনিয়ন	জেলা বোর্ড	..
(৭৯) ভদ্রপুর দাতব্য ঔষধালয়	ভদ্রপুর ইউনিয়ন	ইউনিয়ন বোর্ড	..

মুরারই থানা—

(৮০) রুদ্রনগর দাতব্য ঔষধালয়	রুদ্রনগর ইউনিয়ন	জেলা বোর্ড	..
(৮১) পাবনা দাতব্য ঔষধালয়	পাবনা ইউনিয়ন	ইউনিয়ন বোর্ড	..
(৮২) পাইকর দাতব্য ঔষধালয়	পাইকর ইউনিয়ন	,,	..
(৮৩) মুরারই দাতব্য ঔষধালয়	মুরারই ইউনিয়ন	,,	..
(৮৪) জাজিগ্রাম ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	জাজিগ্রাম ইউনিয়ন	সরকার	..
(৮৫) রাজগ্রাম ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	রাজগ্রাম ইউনিয়ন	,,	..
(৮৬) মশানজোড় সেচবিভাগীয় হাসপাতাল ও ঔষধালয়।	দুমকা, বিহার	,,	..

ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সংস্থা :

সিউড়ির জন্য নির্দিষ্ট	৮
রামপুরহাটের জন্য নির্দিষ্ট	৪
মোট	১২

শিক্ষা

শিক্ষার দিক থেকে বীরভূম জেলা যে আজ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে, নিচের হিসাব থেকেই তা বোঝা যাবে। ১৮৫৬-৫৭ সালে এই জেলায় সর্বসমেত মাত্র ৩টি সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ছিল। ১৮৭০-৭১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৮১ তে। স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের শাসনকালে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। ফলে, প্রত্যেক জেলাতেই স্কুলের সংখ্যা বাড়ে। ১৮৭২-৭৩ সালে বীরভূম জেলায় সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৯টিতে, আর ছাত্রসংখ্যা হয় ৪,৪৩৯। ঐ-সময়ে বেসরকারী স্কুলও ছিল ১৭টি এবং তার ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৪৫।

১৯৫৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বীরভূম জেলার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা

আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়	..	১	বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন
মহাবিদ্যালয় (কলেজ)	..	৪	(ক) কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর। (খ) বিদ্যাসাগর কলেজ (শাখা), সিউড়ি (গ) ইনটারমিডিয়েট কলেজ, বোলপুর (ঘ) ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, রামপুরহাট
উচ্চ বিদ্যালয় (হাইস্কুল)	..	৩৭	৩৪টি ছেলেদের; ৩টি মেয়েদের
মধ্য বিদ্যালয় (মিড্‌ল্ স্কুল)	..	৮১	৭৯টি ছেলেদের; ২টি মেয়েদের
প্রাথমিক বিদ্যালয় (প্রাইমারী স্কুল)		৭৩২	৭০৯টি ছেলেদের; ২৩টি মেয়েদের
অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	..	২৫১	২৪৯টি ছেলেদের; ২টি মেয়েদের

ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা

উচ্চ বিদ্যালয়গুলির	.. ..	ছাত্র	১১,০৪৫
		ছাত্রী	৯৬৭
মধ্য বিদ্যালয়গুলির	.. ..	ছাত্র	৯,৩২৩
		ছাত্রী	১,৭৬২
প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির	.. ..	ছাত্র	৪৪,৪৩৮
		ছাত্রী	২০,২৭৯
অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির	..	ছাত্র	১২,৩৬০
		ছাত্রী	৪৮৭

১৯৫২-৫৩ সালের পরিচালন-ব্যয়

		টাকা
উচ্চবিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে	.. .. ..	৬,৭৩,৯৩৪
প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে	.. ..	৯,৩৬,৭৯৯
অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে	.. ..	৫,৫৩,১২৬
	মোট ..	২১,৬৩,৮৫৯

৪১টি ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্যও শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে এই জেলায়। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই জেলার সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের জন্য ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু ছিল। জুনিয়র বেসিক স্কুলের বিশেষ প্রসার ঘটেছে এই জেলায়। ১৯৫০ সালে এইজাতীয় স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭টি, ১৯৫১ সালে হয় ৯টি, আর ১৯৫৩ সালে হয় ২৩টি। জেলার ৭৩২টি প্রাইমারী স্কুল, ২৩টি জুনিয়র বেসিক স্কুল আর মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলির সঙ্গে সংলগ্ন ৬০টি প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য শিক্ষকের সংখ্যা মোট ২,৪৯৭।

এই জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষা দেবার জন্য সিউড়িতে একটি 'প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুল', আর শ্রীনিকেতনে

একটি 'জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং স্কুল' স্থাপিত হয়েছে। প্রথমটি পরিচালনা করেন রাজ্যসরকার এবং দ্বিতীয়টি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। সিউড়ির স্কুলে ৪০ জন শিক্ষককে এবং শ্রীনিকেতনের স্কুলে ৪৭ জন শিক্ষক ও ১১ জন শিক্ষিকাকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এই জেলায় মোট ৯টি। ১৯৫২ সালে রামপুরহাট মহকুমার রতনপুরে একটি কারিগরি বিদ্যালয় (টেক্‌নিক্যাল স্কুল) স্থাপিত হয়। তা ছাড়া বয়ন-বিদ্যালয় (উইভিং স্কুল) আছে ৫টি, শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র ২টি আর শিল্প-বিদ্যালয় ১টি। বয়ন-বিদ্যালয়ের ২টি রাজ্যসরকার পরিচালিত, আর বাকি ৩টি বেসরকারী। শিল্প-বিদ্যালয়টি পরিচালনা করেন জেলাবোর্ড, আর জনপ্রতিনিধিমূলক সংস্থার মাধ্যমে রতনপুরের কারিগরি বিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়। বয়ন-বিদ্যালয়ের ৪টি আছে সদর মহকুমায়, ১টি রামপুরহাট মহকুমায়। শিল্প-বিদ্যালয়টি আছে রামপুরহাট মহকুমার কুশমোরে।

সিউড়িতে একটি মূক-বধির বিদ্যালয়ও আছে। এটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। এই বিদ্যালয়ে এবং সুলতানপুর হাইস্কুলে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও আছে। কৃষি, বয়ন, কাঠের কাজ, লোহার কাজ, দরজীর কাজ, বই বাঁধার কাজ—এ সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হয় এ দু'টি স্কুলেই।

স্বাধীনতালাভের পর প্রত্যেক জেলাতেই 'সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র' (স্যোশাল এডুকেশন সেণ্টার) স্থাপন ক'রে সামাজিক বিষয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এইজাতীয় শিক্ষাকেন্দ্রের বেশিরভাগই স্থাপিত হয়েছে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা এলাকায় (কমিউনিটি প্রজেক্ট এরিয়া)। নিচে তাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হ'ল:

সদর মহকুমায় ১১টি: ইটাগড়িয়া (সিউড়ি), সজিনা (পুরন্দরপুর), গ্যামারকুণ্ডু (লাঙ্গুলিয়া), রাজনগর, জুনিদপুর (পাঁচরা)

বোলপুর, বাঁধগোরা (বোলপুর), লাভপুর, বৈদ্যনাথপুর (লাঙ্গুলিয়া), বাগডোলা (সাঁইথিয়া) আর সাগরভাঙ্গা (বড়্‌রা)।

রামপুরহাট মহকুমায় ১৩টি: কাউপাড়া, বাউটিয়া, ভবানন্দপুর, চিলিমপুর (সোনারকুণ্ড), নলহাটি, কুতুমগ্রাম, কয়থা, পাইকপাড়া জগধারা, সোনারকুণ্ড, তুণ্ডনী (বেলিনারাণপুর), রামপুরহাট, লাহা (ববসায়া), বীরচন্দ্রপুর, করকরিয়া (পোপাড়া সাহাপুর) আর জামাল-পুর (মল্লারপুর)-এ।

উচ্চবিদ্যালয়গুলির পরিচয়

সদর মহকুমা:		প্রতিষ্ঠাকাল
সিউড়ি থানায় ..	(১) বেণীমাধব ইন্সটিটিউট, সিউড়ি ..	১৯১৭
	(২) শ্রীরাম এইচ ই স্কুল, সুলতানপুর	১৯২৫
	(৩) বীরভূম জিলা স্কুল, সিউড়ি ..	১৮৫১
	(৪) রিভার টমসন গার্লস এইচ ই স্কুল, সিউড়ি।	১৮৮৪
সাঁইথিয়া থানায় ..	(১) আহম্মদপুর জয়দুর্গা হাই স্কুল, আহম্মদপুর।	১৯৩৩
	(২) সাঁইথিয়া এইচ ই স্কুল, সাঁইথিয়া	১৯২৮
রাজনগর থানায় ..	তাঁতিপাড়া নবকিশোর বিদ্যানিকেতন, তাঁতিপাড়া।	১৯১৮
মহম্মদবাজার থানায়	কাইজুলি এইচ ই স্কুল, কাইজুলি ..	১৯৩৪
দুবরাজপুর থানায় ..	(১) দুবরাজপুর রায়বাহাদুর সেদমল ডাল-মিয়া এইচ ই স্কুল, দুবরাজপুর।	১৮৮৫
	(২) হেতমপুর রাজ এইচ ই স্কুল, হেতমপুর।	১৮৬৯
খয়রাশোল থানায় ..	(১) নাকরাকোন্দা এইচ ই স্কুল, নাকরা-কোন্দা।	১৯০৩
	(২) বড়্‌রা এইচ ই স্কুল, বড়্‌রা ..	১৮৫৮

সদর মহকুমা :		প্রতিষ্ঠাকাল
বোলপুর থানায় ..	(১) বাহিরী ব্রজসুন্দরী এইচ ই স্কুল, বাহিরী।	১৯৪৩
	(২) বোলপুর গার্লস্ এইচ ই স্কুল, বোলপুর।	১৯০৫
	(৩) বোলপুর এইচ ই স্কুল, বোলপুর	১৮৭৮
লাভপুর থানায় ..	(১) যাদবলাল এইচ ই স্কুল, মহুগ্রাম	১৯০১
	(২) কুরুন্নাহার এইচ ই স্কুল, কুরুন্নাহার।	১৯১৮
	(৩) কুরুম্বা মুকুন্দলাল এইচ ই স্কুল, কুরুম্বা।	১৯৪২
নানুর থানায় ..	(১) কীর্ণাহার শিবচন্দ্র এইচ ই স্কুল, কীর্ণাহার।	১৮৯৫
	(২) চণ্ডীদাস মেমোরিয়াল এইচ ই স্কুল, নানুর।	১৯৩৭
	(৩) খুজুটিপাড়া রাধাগোবিন্দজীউ এইচ ই স্কুল, খুজটিপাড়া।	১৯৩০
রামপুরহাট মহকুমা :		
রামপুরহাট থানায় ..	(১) রামপুরহাট এইচ ই স্কুল, রামপুরহাট	১৮৮৬
	(২) বিষ্ণুপুর রসমঞ্জরী এইচ ই স্কুল, বিষ্ণুপুর।	১৯১৮
	(৩) চাঁদপাড়া এইচ ই স্কুল, চাঁদপাড়া	১৮৯০
	(৪) রামপুরহাট গার্লস্ এইচ ই স্কুল, রামপুরহাট।	১৯০০
ময়ূরেশ্বর থানায় ..	(১) মল্লারপুর এইচ ই স্কুল, মল্লারপুর	১৯২৪
	(২) কুণ্ডলা কে এস জি সি এইচ ই স্কুল, কুণ্ডলা।	১৯১৮
নলহাটি থানায় ..	(১) লোহাপুর মহাবীর রাম মেমোরিয়াল এইচ ই স্কুল, লোহাপুর।	১৯৪০
	(২) নলহাটি হরিপ্রসাদ এইচ ই স্কুল, নলহাটি।	১৯১৭
	(৩) মিত্রভূম এইচ ই স্কুল, কুরমগ্রাম।	১৯১৮
মুরারই থানায় ..	(১) অক্ষয়কুমার ইন্সটিটিউশন, মুরারই	১৯৪০
	(২) পাইকর হাই ইংলিশ স্কুল, পাইকর	১৯০০

এই হিসাব পাওয়া যায় ১৯৫১ সালের আদমশুমারির সময়। তারপর, আরও পাঁচটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই দুই মহকুমায়—তার মধ্যে দু'টি সদর মহকুমায়, আর তিনটি রামপুরহাট মহকুমায়।

লোক-সংস্কৃতি

বীরভূম জেলার লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষ গবেষণার অবকাশ আছে। তবে, সংক্ষেপে বলতে গেলে, এ-কথা বলতেই হবে যে, এখানকার লোক-সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছে প্রধানত ধর্মকে কেন্দ্র ক'রেই।

অনেকগুলি পীঠস্থান আছে এই জেলায়। তান্ত্রিক মতবাদ ও বৈষ্ণব মতবাদ দুইয়েরই প্রাধান্য এ জেলায়। তান্ত্রিকদের দু'টি বড় কেন্দ্র হ'ল বক্রেশ্বর আর তারাপুর। কবি জয়দেবের জন্মস্থান জয়দেব-কেঁদুলি, আর কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নানুর—এ দু'টি জায়গাতেই বৈষ্ণব মতবাদের প্রাধান্য। জয়দেব-কেঁদুলি আউল, বাউল ও দরবেশেরও একটি প্রধান কেন্দ্র। মাঘ-সংক্রান্তির দিন এঁরা মিলিত হন জয়দেব-কেঁদুলিতে। বাউল-গান বীরভূম জেলায় প্রায় সর্বত্রই শোনা যায়। বাউল-গানের সুরে রবীন্দ্রনাথও বহু সঙ্গীত রচনা করেন।

কবি চণ্ডীদাস শাক্ত হ'লেও পরে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত পদাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই পদাবলী গীত হয় কীর্তনের আসরে। মহাপ্রভু চৈতন্যের প্রধান শিষ্য নিত্যানন্দের জন্মও বীরভূম জেলায়। ফলে, তাঁর সাহায্যেই বীরভূমে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও প্রসারের সুযোগলাভ করে।

মুসলমান পীরদের বহু দরগা আছে এই জেলায়। এই সব দরগায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পীরের উদ্দেশ্যে মানত করেন। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই সব দরগার কাছে মেলা বসে। হিন্দুরা যাকে বলে সত্যনারায়ণ, মুসলমানেরা তাকেই বলে পীর।

বীরভূম জেলায় ধর্মরাজের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। 'ধর্মঠাকুর' নামেই এই দেবতা সমধিক পরিচিত। গ্রামদেবতা হিসাবে ধর্মঠাকুরের পূজায় সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই যোগ দেয়। জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ধর্মঠাকুরের 'স্থান' (থান বা ঠাঁই) দেখতে

পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুরের বিগ্রহ একটি পাথর—গাছের নিচে সিঁদুর-চর্চিত অবস্থায় এই বিগ্রহ সহজেই লোকের চোখে পড়ে। কোন কোন জায়গায় আবার মন্দিরের মধ্যেও তিনি অধিষ্ঠিত। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে, কোথাও আবার ভাদ্র-সংক্রান্তিতেও ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। উল্লেখযোগ্য এই যে, এই পূজা হাঁসমুরগি প্রভৃতি বলি দেওয়ার একটা রেওয়াজ আছে।

সর্পদেবী মনসার পূজাও বীরভূম জেলায় বিশেষ প্রচলিত। শ্রাবণ অথবা ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন এই পূজা হয় বেশ ধুমধামের সঙ্গেই। গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই মনসাপূজার চল সবচেয়ে বেশি। বিবাহ উপলক্ষে তাঁরা 'মনসা-মঙ্গল' গানের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন।

সাঁওতাল-নৃত্য বীরভূমের লোক-সংস্কৃতির একটি প্রধান রূপ। ১৮৭২ সালে এই জেলায় সাঁওতালদের সংখ্যা ছিল ৬,৯৫৪। ১৯৫১ সালের লোকগণনা অনুসারে দেখা যায় যে, বীরভূম জেলায় ১৮,৪৪০ জন সাঁওতাল নরনারীর বাস। সাঁওতালেরা যেমন পরিশ্রমী, তেমনি আমোদপ্রিয়।

চিত্তবিনোদনের জন্য বীরভূম জেলায় এখনও যাত্রা, কথকতা ও বৈঠকী সঙ্গীতের প্রচলন আছে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে হিন্দুরা কীর্তন (অহোরাত্র, চব্বিশপ্রহর, পঞ্চরাত্র, নবরাত্র)-এর ব্যবস্থাও ক'রে থাকেন।

রা স্তা ঘা ট ও যা তা য়া ত

বীরভূম জেলায় ১,৫২০ মাইলের উপর বিভিন্ন শ্রেণীর রাস্তা আছে। নিচে তার বিবরণ দেওয়া হ'ল:

	মাইল
রাজ্যসরকার পরিচালনাধীন—	
পাকা রাস্তা	১·৩
কাঁচা রাস্তা	৯·৬

	মাইল
জেলাবোর্ড পরিচালনাধীন—	
পাকা রাস্তা	২৫০·০
কাঁচা রাস্তা	৭২৮·০
গ্রাম্য রাস্তা	৫০৪·৫
মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনাধীন—	
পাকা রাস্তা	২৮·৭
	১,৫২০·২১

এই হিসাব পাওয়া গেছে ১৯৪৮ সালের সরকারী বিবরণী থেকে। তারপর যেসব রাস্তা তৈরি হয়েছে বা সম্প্রসারিত হয়েছে তার হিসাব এখানে ধরা হয় নি। রামপুরহাট মহকুমায় ইউনিয়নবোর্ড পরিচালনাধীন বর্তমান রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৫৫৯ মাইল।

উল্লেখযোগ্য পাকা রাস্তা

সদর মহকুমায়—	মাইল
(ক) সিউড়ি-সাঁইথিয়া	১০
(খ) সাঁইথিয়া-সুলতানপুর	১১
(গ) বোলপুর-ইলামবাজার	১২·৫
(ঘ) সিউড়ি-দুবরাজপুর	১৪·৫
(ঙ) বোলপুর-সুরুল	২·৫
(চ) সিউড়ি-ইলামবাজার, বোলপুর (দুবরাজপুর হয়ে) ..	৪৪
(ছ) সিউড়ি-মহম্মদবাজার	১০
(জ) সুরুল-শান্তিনিকেতন	১·৮
রামপুরহাট মহকুমায়—	
(ক) মহেশা-সাঁইথিয়া	১২
(খ) রামপুরহাট-নারাণপুর	৮

বাস-রুট

সদর মহকুমায়—	মাইল
(১) সিউড়ি-আহমদপুর	১৩
(২) সিউড়ি—দুবরাজপুর শান্তিনিকেতন	৪৪

	মাইল
(৩) সিউড়ি-আমজোড়াঘাট	৮
(৪) সিউড়ি-দুবরাজপুর-জয়দেব কেন্দুলি	২৪
(৫) সিউড়ি-দুবরাজপুর-খয়রাশোল	২২
(৬) সিউড়ি-রাজনগর	১৫
(৭) সিউড়ি-তাঁতিপাড়া	১২
(৮) সিউড়ি-মহম্মদবাজার-দেউচা	১৪
(৯) লাভপুর-গানুটিয়া	৬
(১০) সিউড়ি-সুলতানপুর	৯

রামপুরহাট মহকুমায়—

(১) রামপুরহাট-নারাণপুর	৮
(২) রামপুরহাট-বিষ্ণুপুর	৭

এ ছাড়া, সিউড়ি থেকে দুমকা (বিহার), সিউড়ি থেকে ভাগলপুর (বিহার), সিউড়ি থেকে মশানজোড় (বিহার) এবং রামপুরহাট থেকে দুমকা (বিহার) পর্যন্ত বাস চলাচল করে।

রেলপথ

জেলার ভিতরে যেসব রেলপথ চ'লে গিয়েছে নিচে তার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হ'ল:

ইস্টার্ন রেলওয়ে
(সাহেবগঞ্জ লুপ)

স্টেশনের নাম	হাওড়া থেকে দূরত্ব (মাইল)
বোলপুর	৯৯
কোপাই	১০৫
আহমদপুর জংশন	১১১
বাতাসপুর	১১৪
সাঁইথিয়া জংশন	১১৯
গদাধরপুর	১২৪

স্টেশনের নাম	হাওড়া থেকে দূরত্ব (মাইল)
মল্লারপুর	১২৯
রামপুরহাট	১৩৬
স্বাধীনপুর	১৪০
নলহাটি জংশন	১৪৫
চাতরা	১৫০
মুরারই	১৫৫
বাঁশতলী ব্রীজ	১৫৯
রাজগাঁ	১৬২

ইস্টার্ন রেলওয়ে

(আজিমগঞ্জ শাখা : নলহাটি থেকে)

টাকীপুর	১৫০
লোহাপুর	১৫৩

(অণ্ডাল-সাঁইথিয়া কর্ড)

ভীমগড়	১৩১
পাঁচরা	১৩৫
দুবরাজপুর	১৩৮
চিনপাই	১৪২
সিউড়ি	১৫০
কোন্নরি	১৫৬

আহম্মদপুর-কাটোয়া রেলওয়ে

	আহম্মদপুর থেকে দূরত্ব (মাইল)
লাভপুর	৮
মহেশপুর	১০
কীর্ণাহার	১৪
দশকালগ্রাম	১৭

নদীপথ

নদীপথে ছোটখাট নৌকা চলাচল করলেও, ষ্টীমার চলাচলের কোন ব্যবস্থা নেই।

বিমান বন্দর

এখানে কোন বিমান-বন্দর নাই। যুদ্ধের সময় তুম্বনিতে সাময়িকভাবে একটি বিমান-ঘাঁটি তৈরি করা হয়—এখন তা অকেজো হয়ে প'ড়ে আছে।

ডাক ও তার

বীরভূম জেলায় মোটামুটিভাবে ৯৫টি ডাকঘর আছে। টেলিগ্রাফ অফিসও আছে প্রধান প্রধান শহরে। ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ থেকে যে অসম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে, বীরভূম জেলায় ডাকঘরগুলি আছে এইভাবে:

সদর মহকুমা—	ব্রাঞ্চ পোস্ট-অফিস	সাব পোস্ট-অফিস	মোট পোস্ট-অফিস
(১) সিউড়ি থানা ..	৭	৩	১০
(২) সাঁইথিয়া থানা ..	৬	২	৮
(৩) রাজনগর থানা ..	১	..	১
(৪) মহম্মদবাজার থানা ..	৬	..	৬
(৫) দুবরাজপুর থানা ..	৩	২	৫
(৬) খয়রাশোল থানা ..	৫	..	৫
(৭) ইলামবাজার থানা ..	৫	..	৫
(৮) বোলপুর থানা ..	৬	৩	৯
(৯) লাভপুর থানা ..	৭	১	৮
(১০) নানুর থানা ..	১০	..	১০
	৫৬	১১	৬৭

	ব্রাঞ্চ পোস্ট-অফিস	সাব পোস্ট-অফিস	মোট পোস্ট-অফিস
রামপুরহাট মহকুমা—			
(১) রামপুরহাট থানা ..	৪	১	৫
(২) ময়ূরেশ্বর থানা ..	৭	১	৮
(৩) নলহাটি থানা ..	৪	১	৫
(৪) মুরারই থানা ..	৯	১	১০
	২৪	৪	২৮
সর্ব্বমোট ..	৮০	১৫	৯৫

সাব-পোস্ট-অফিসগুলি আছে : সিউড়ি থানার—সিউড়ি, সিউড়ি কলেজ, সিউড়ি ডিষ্ট্রীক্ট স্কুলবোর্ড-এ ; সাঁইথিয়া থানার—আহমদপুর ও সাঁইথিয়ায় ; দুবরাজপুর থানার—দুবরাজপুর ও হেতমপুরে; বোলপুর থানার—বোলপুর, শান্তিনিকেতন ও বোলপুরবাজারে ; লাভপুর থানার—লাভপুরে ; রামপুরহাট থানার—রামপুরহাটে ; ময়ূরেশ্বর থানার—মল্লারপুরে ; নলহাটি থানার—নলহাটি ; আর, মুরারই থানার—মুরারই-তে।

ব্রাঞ্চ পোস্ট-অফিসগুলি আছে : সিউড়ি থানার—করিদ্যা, লাঙ্গুলিয়া, পুরন্দরপুর, রাজনগর, সুলতানপুর, রায়পুর ও কমলাপুরে ; সাঁইথিয়া থানার—ভবানীপুর, পাহাড়পুর, বড়া, নারায়ণপুর, পাইকপাড়া ও মথুরাপুরে ; রাজনগর থানার—তাঁতিপাড়ায় ; মহম্মদবাজার থানার—দেঞ্চা, মকদুমনগর, রামপুর, গোপালপুর, গণপুর ও মহম্মদ-বাজারে ; দুবরাজপুর থানার—চিনপাই, সাহপুর ও কোটায় ; খয়রাশোল থানার—খয়রাশোল, লোকপুর, নাকরাকোঁদা, পরমুণ্ডি ও রগায় ; ইলামবাজার থানার—মঙ্গলডিহি, বাতিকার, ইলামবাজার, জয়দেব-কেন্দুলী ও পলসায় ; বোলপুর থানার—বাহিরী, বোলপুর-বাজার, কসবা, রজতপুর, সুপুর ও সুরুলে ; লাভপুর থানার—চনহাটা,

হেতিয়া, কুরুম্বা, থিবা, চাতরা, মদুগ্রাম ও গানুটিয়ায় ; নানুর থানার—সরেন্দা, আলিগ্রাম, কীর্ণাহার, বন্দর, চণ্ডীদাস-নানুর, চারকলগ্রাম, জলুন্দী, খুজুটিপাড়া, থুপসরা ও উচ্‌করনে ; রামপুরহাট থানার—কাষ্ঠগড়া, কাসওয়া, চাঁদপাড়া ও কালুহাতে ; ময়ূরেশ্বর থানার—ষীরচন্দ্রপুর, দখিণগ্রাম, ভদ্রপুর, বাসুদেবপুর, কুণ্ডলা, ময়ূরেশ্বর ও সাতপালসায় ; নলহাটি থানার—কুরুমগ্রাম, লোহাপুর, সোনারকুণ্ড ও তেজহাটিতে ; আর, মুরারই থানার—তুরিগ্রাম, বিপ্র-নন্দীগ্রাম, জাজিগ্রাম, কয়থা, মলয়পুর, মিত্রপুর, পাইকর, বোনহা ও রুদ্রনগরে।

উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন

পূর্ববঙ্গ থেকে যেসব উদ্বাস্তু নরনারী পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেক পরিবার বীরভূম জেলার বিভিন্ন জায়গায় পুনর্বসতিলাভ করেছেন। সরকারী বিবরণ থেকে জানা যায়—

মহকুমা	আগত উদ্বাস্তর সংখ্যা	পুনর্বসতি লাভ করেছেন যত পরিবার	পুনর্বসতির অপেক্ষায় আছেন যত পরিবার
সদর	২,৪৫৮	১,৩৯৬	৪৭০ (৫৯২টি পরিবার অন্যত্র চ'লে গেছেন)
রামপুরহাট	১,০৬২	৯৮	১৭৬ (৭৮৮টি পরিবার অন্যত্র চ'লে গেছেন)

সদর মহকুমায় যেসব উদ্বাস্তু-পরিবার পুনর্বসতিলাভ করেছেন তাঁদের অধিকাংশই কৃষি-পরিবার। সাঁইথিয়া ও বোলপুরে যে পাচটি "হর্টিকালচারাল স্কীমে" পুনর্বাসনের কাজ চলছে, তাতে ক'রে সেখানে প্রায় ৩০৬টি পরিবার পুনর্বসতিলাভ করতে পেরেছেন। সাঁইথিয়া থানার অন্তগত মুরাডিহিতে একটি তন্তুবায় উদ্বাস্তু-কলোনিতে ৯৬টি পরিবার নতুন ক'রে বসতিস্থাপন করেছেন। সৎসঙ্গ কলোনিতেও ১২৫টি উদ্বাস্তু-পরিবার ঘরবাড়ি তুলে আছেন।

সরকার থেকে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য যেসব সাহায্য ও ঋণ দেবার ব্যবস্থা আছে, এদের ক্ষেত্রেও তা দেওয়া হয়েছে।

রামপুরহাট মহকুমায় উদ্বাস্তুদের যেসব ঋণ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে নিচে তার বিবরণ দেওয়া হ'ল:

গৃহনির্মাণ ঋণ ২,৬৮,৯২৮ টাকা; কৃষিঋণ ১,২৬,৯০০ টাকা; ব্যবসায় ঋণ ১২,৪০০ টাকা; এবং পেশাগত ঋণ ৪,০০০ টাকা।

(এই হিসাব ও বিবরণ ১৯৫৩ সালের অগাস্ট মাসে পাওয়া যায়)

উপজাতি-কল্যাণ ব্যবস্থা

১৯৫১ সালের আদমশুমারির বিবরণ থেকে জানা যায়, বীরভূম জেলার বিভিন্ন উপজাতীয় লোকের সংখ্যা ৭৯,৪১৭। তার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩৯,০৪৬, আর স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৪০,৩৭১।

এইসব উপজাতীয় অধিবাসীর জন্য ১৯৫২-৫৩ সালে যেসব কল্যাণকর কাজ করা হয়েছে নিচে তার একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হ'ল:

(১) বার্ষিক লোকনৃত্য ও খেলাধুলার ব্যবস্থা: এজন্য আর্থিক সাহায্য করা হয় ৭৫০ টাকার।

(২) রাস্তাঘাট-নির্মাণ: বাহাদুরপুর থেকে সিলিমপুর, আর রাজগাঁ থেকে মোহনপুর পর্যন্ত দু'টি রাস্তা তৈরি ক'রে দেওয়া হয়েছে। এজন্য ১০,৭০০ টাকার আর্থিক সাহায্য করা হয়।

(৩) জেঠিয়া ও খোসকদমপুরে দু'টি সামাজিক আনন্দবিধায়ক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা হয়েছে। সরকার এজন্য ২,০০০ টাকার সাহায্য মঞ্জুর করেন।

(৪) সাঁওতাল ছাত্রদের বৃত্তিদান ও বোর্ডিং-এ থাকার ব্যবস্থা। এজন্যও সরকার ২,০০০ টাকার অর্থসাহায্য করেছেন।

(৫) উপজাতি অধিবাসীদের জন্য "শান্তিনিকেতন সর্বাঙ্গসাধক-পরিকল্পনা ঃ এই ব্যাপারে সরকারী অর্থসাহায্যের পরিমাণ ৩,০০০ টাকা।

(৬) ২০ জন উপজাতীয় দলনেতার প্রত্যেককে ১০০ টাকা ক'রে পুরস্কার দেওয়া হয়।

(৭) উপজাতীয় এলাকায় ১৬টি কুয়া-ইঁদারা খুঁড়ে দেওয়ার জন্য সরকার ২৫,০০০ টাকা ব্যয় করেন।

(৮) উপজাতীয় এলাকায় কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এই বাবত সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ১১,০০০ টাকা।

(৯) উপজাতীয় এলাকায় দু'টি সেচ-বাঁধ তৈরি ক'রে দেওয়া হয়েছে। তার একটি মুরারই থানার মোহনপুরে, দ্বিতীয়টি মহম্মদবাজার থানার হাটগাছায়। এজন্য, সরকার ১১,৭০০ টাকার অর্থসাহায্য মঞ্জুর করেন।

স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান

জেলা বোর্ড

নাম ঃ বীরভূম ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড (বীরভূম জেলাবোর্ড)। একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস-চেয়ারম্যান ও ১৯জন সভ্য নিয়ে এই জেলাবোর্ড গঠিত।

ওআর্ড ঃ ১৪টি।

জলসরবরাহব্যবস্থা ঃ পাকা ইঁদারা—১,০০৭টি ; সিমেন্টেড-রিং ইঁদারা—২৪৯ ; টিউব-ওয়েল—৭৯১টি।

জেলাবোর্ড-পরিচালিত রাস্তা ঃ পাকা রাস্তা—২৫০ মাইল এবং কাঁচা রাস্তা—৭৬০ মাইল।

আয়ব্যয় (১৯৫২-৫৩) : আয়—৩,৯৩,১৫৫ টাকা এবং ব্যয়—৩,৩৭,১৭২ টাকা।

শিক্ষাব্যবস্থা : বীরভূম জেলাবোর্ডের অধীনে ৭০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়; ২৩টি জুনিয়র বেসিক স্কুল, আর ১টি কারিগরি শিক্ষা-নিকেতন বা টেকনিক্যাল স্কুল আছে।

জনস্বাস্থ্য : বীরভূম জেলাবোর্ড ১৮টি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করেন। জেলাবোর্ডের অধীনে প্রত্যেক থানায় একজন ক'রে স্যানিটারী ইন্সপেক্টরও আছেন।

মিউনিসিপালিটি

বীরভূম জেলায় মিউনিসিপালিটি তিনটি—সিউড়ি, রামপুরহাট ও বোলপুর।

সিউড়ি মিউনিসিপালিটি : সিউড়ি মিউনিসিপালিটিতে ওয়ার্ড আছে ৭টি। ১৯৫৩-৫৪ সালে মিউনিসিপালিটির আয় হয় ১,২৫,৯৯৪ টাকা, আর ব্যয় হয় ১,৩৪,৭৩৮ টাকা।

পানীয় জল : সিউড়িতে কলের জল সরবরাহ করা হচ্ছে ২৫ বছরেরও উপর। জল-সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করার জন্যে তিনটি অংশের একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। তার প্রথম অংশ দু'টি সরকার অনুমোদন করেছেন এবং সেজন্য যে-টাকা ব্যয় হবে তার দুই-তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ টাকা সাহায্যও মঞ্জুর করেছেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে মিউনিসিপালিটি জল-সরবরাহ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করেন ২৫,৮৩৬ টাকা, আর এই খাতে ১,৬৪৪ টাকা পুঞ্জী বিনিয়োগ করা হয়।

বিদ্যুৎ-সরবরাহ ও আলো : ছ'বছরেরও আগে থেকে সিউড়ি শহরের রাস্তাঘাটে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। সরকার ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানটি নিজে-দের হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন। রাস্তাঘাটে আলোর ব্যবস্থা করার জন্যে ১৯৫৩-৫৪ সালে ১,৮২৮ টাকা খরচ হয়েছে।

জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য: মিউনিসিপালিটি ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মক্তব, ১টি মধ্য ইংরেজী বালক বিদ্যালয় ও ১টি সাধারণ গ্রন্থাগারকে অর্থসাহায্য করেন। জনশিক্ষার জন্য ১৯৫৩-৫৪ সালে মিউনিসিপালিটির ২,৯৬৩ টাকা ব্যয় হয়েছে।

রাস্তাঘাট: মিউনিসিপালিটি ২৮·৭২ মাইল রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সব রাস্তাই পাকা। ১৯৫৩-৫৪ সালে এইজন্য ৭,০৭৬ টাকা খরচ হয়।

রামপুরহাট মিউনিসিপালিটি: রামপুরহাট মিউনিসিপালিটিতে ৪টি ওয়ার্ড আছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে মিউনিসিপালিটির আয় হয়েছিল ৫৮,১৭৪ টাকা, আর ব্যয় হয়েছিল ৫৮,৬৬৪ টাকা।

পানীয় জল: মিউনিসিপালিটিতে পানীয় জলের জন্য দু'টি সংরক্ষিত পুকুর, ১৯টি পাকা ইঁদারা, ১৭টি নলকূপ ও ১টি পাতকূয়া আছে। সংরক্ষিত পুকুর দু'টি পাহারা দেওয়ার জন্যে দু'জন পাহারাদারও আছে। সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৩-৫৪ সালে আরও ৪টি নলকূপ বসানো হয়। এই ৪টি নলকূপও মিউনিসিপালিটিই রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে থাকেন। পানীয় জলের জন্য মিউনিসিপালিটিকে ১৯৫৩-৫৪ সালে ১,৭৬৪ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে।

আলো: ১৫টি পেট্রোমাক্স আর ৯০টি কেরোসিনের বাতি দিয়ে রাস্তায় আলো দেওয়া হয়। বাতিগুলি জ্বালানো ও দেখাশুনা করার জন্য ৪ জন লোক আছে। আলোর ব্যবস্থা করার জন্য ১৯৫৩-৫৪ সালে মোট ৫,৩৩১ টাকা খরচ হয়।

জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য: মিউনিসিপালিটি ছেলেদের জন্য ৪টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালান। ১৪ জন শিক্ষক বিদ্যালয়-গুলিতে পড়ান। মিউনিসিপালিটি একটি সাধারণ গ্রন্থাগারকে মাসে

১০ টাকা, একটি টোলকে মাসে ১৫ টাকা, আর রামপুরহাট বালিকা বিদ্যালয়কে মাসে ১৮০ টাকা করে সাহায্য করেন। জনশিক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটি ১৯৫৩-৫৪ সালে মোট ৭,১১৩ টাকা ব্যয় করেছেন।

রাস্তাঘাট : মিউনিসিপালিটি ১০ মাইল ৬ ফার্লং ১৭১ গজ পাকা রাস্তা আর ৬ ফার্লং ৭৯ গজ কাঁচা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তা ছাড়া "গান্ধী পার্ক" নামে একটি পার্কও আছে। পার্কটি ৫০ বিঘা জমির ওপর অবস্থিত। রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণের কাজে মিউনিসিপালিটির ১৯৫৩-৫৪ সালে মোট ১,৩৫৬ টাকা খরচ হয়েছে।

বোলপুর মিউনিসিপালিটি : বোলপুর মিউনিসিপালিটিতে ওয়ার্ড আছে ৯টি। ১৯৫৩-৫৪ সালে মিউনিসিপালিটির সাধারণ আয় হয়েছে ১,১৬,৪৯০ টাকা, আর ব্যয় হয় ১,১৪,৭১৬ টাকা।

পানীয় জল : পানীয় জলের জন্য ৩৫টি কূয়া আছে। জলের চাহিদা এতে মেটে না। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের জনস্বাস্থ্য বাস্তু-বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার মিউনিসিপালিটির জলের কল সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন। তিনি তার স্থান নির্বাচন ও সে-সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বোলপুর এসেছিলেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য মিউনিসিপালিটি ৯৮৫ টাকা খরচ করেছেন।

আলো : রাস্তায় কেরোসিনের বাতি ও বৈদ্যুতিক বাতি দু'রকমই আছে। এজন্য ১৯৫৩-৫৪ সালে ১১,৮৫২ টাকা ব্যয় হয়।

জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য : মিউনিসিপালিটি ৬টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালান। ৩৫ জন শিক্ষক সেগুলিতে পড়ান, আর তাদের ছাত্রসংখ্যা হচ্ছে ১,২৩০। তা ছাড়া ২টি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ও ১টি টোলকে অর্থসাহায্য করা হয়। জনশিক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটি ১৯৫৩-৫৪ সালে ১৪,২৭৮ টাকা খরচ করেন।

রাস্তাঘাট : মিউনিসিপালিটিকে ৫ মাইল পাকা রাস্তা ও ১৮·৫ মাইল কাঁচা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। এজন্য ১৯৫৩-৫৪ সালে ১২,৯৫০ টাকা ব্যয় হয়।

বি বি ধ

গ্রন্থাগার

বীরভূম জেলায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার আছে ৪০টি। তার মধ্যে ২০টি আছে সদর মহকুমায়, আর ২০টি আছে রামপুরহাট মহকুমায়। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও বিরাট গ্রন্থাগার হ'ল "বিশ্বভারতী গ্রন্থভবন", শান্তিনিকেতন।

সদর মহকুমার ২০টি গ্রন্থাগারের নাম : শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার, সিউড়ি; জুবিলি লাইব্রেরি, সিউড়ি; শ্রীরবীন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার; অতুলশিব ক্লাব লাইব্রেরি, লাভপুর; কমলা যুবসঙ্ঘ লাইব্রেরি, পাঁচড়া; রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি, কীর্ণাহার; জয়দুর্গা লাইব্রেরি, আহম্মদপুর; বড়রা পাব্‌লিক লাইব্রেরি, বড়রা; দেড়পুর পাব্‌লিক লাইব্রেরি, দেড়পুর, সাঁইথিয়া; মাধাইপুর পাব্‌লিক লাইব্রেরি, মাধাইপুর, ঘাট-দুর্লভপুর; বোলপুর পাব্‌লিক লাইব্রেরি, বোলপুর; বিশ্বভারতী গ্রন্থভবন, শান্তিনিকেতন; শ্রীনিকেতন গ্রন্থাগার, শ্রীনিকেতন; গোয়ালিয়াড়া লাইব্রেরি, গোয়ালিয়াড়া, তাঁতিপাড়া; হাতিয়া আনন্দ সংসদ, হাতিয়া; পুরন্দরপুর বান্ধব সমিতি, পুরন্দরপুর; দুবরাজপুর লাইব্রেরি, দুবরাজপুর; কল্যাণ সমিতি, সাঁইথিয়া; টাউনক্লাব লাইব্রেরি, সাঁইথিয়া ও বাণীমন্দির লাইব্রেরি, নগরী, লাঙ্গুলিয়া।

রামপুরহাট মহকুমার ২০টি গ্রন্থাগারের নাম : রামপুরহাট পাব্‌লিক লাইব্রেরি, রামপুরহাট; রামপুরহাট ই আর ইন্‌ষ্টিটুট, রামপুরহাট; নারায়ণপুর জনকল্যাণ সমিতি, নারায়ণপুর; বান্ধব সমিতি, মাড়গ্রাম; সুপ্রীত সংঘ, মল্লারপুর; বসোয়া গান্ধী আশ্রম, বসোয়া,

বিষ্ণুপুর ; জুবিলি ক্লাব, নলহাটি ; শ্রীদুর্গা ক্লাব, রথগোয়া, মকদুমনগর ; বিনোদপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি, বিনোদপুর, রামপুরহাট ; শ্রীদুর্গা সমিতি, স্বাধীনপুর, রামপুরহাট ; মহুরাপুর দেবাংশী গ্রন্থাগার, মহুরাপুর ; বালক সমিতি, চাঁদপাড়া ; কুড়ুমগ্রাম সম্মীলনী, কুড়ুমগ্রাম ; তরুণ সংঘ, দক্ষিণগ্রাম ; সুচারু সংসদ, মুরুলীডাঙ্গা, মল্লারপুর ; ডুমুরগ্রাম গণসংঘ, ডুমুরগ্রাম, মুরারই ; বান্ধব সমিতি, বড়শাল, রামপুরহাট ; নেতাজী ক্লাব, মুরারই ; মেহগ্রাম সাধনা সমিতি, মেহগ্রাম, মুরুমগ্রাম ও স্টেশন ক্লাব, রামপুরহাট।

ছাপাখানা, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রপত্রিকা

সরকারী হিসাব থেকে জানা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সালে বীরভূম জেলার ছাপাখানার সংখ্যা ৩৮, সংবাদপত্রের সংখ্যা ১৫, আর সাময়িক পত্রপত্রিকার সংখ্যা ২১।

সদর মহকুমার তিনটি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রের নাম: (১) বীরভূম বার্তা ; (২) বীরভূম বাণী ও (৩) বার্তাবহ। প্রথম দু'টি প্রকাশিত হয় সিউড়ি থেকে, আর তৃতীয়টি বোলপুর থেকে। রামপুরহাট মহকুমার উল্লেখযোগ্য দু'টি সংবাদপত্রের নাম: (১) রাঢ় দীপিকা, আর (২) বীরভূমের ডাক। এ দু'টিই বের হয় রামপুরহাট থেকে। এই পাঁচটি সংবাদপত্রই সাপ্তাহিক।

সিনেমা

সদর মহকুমায়: বীরভূম টকীজ, সিউড়ি ও বিচিত্রা, বোলপুর।

রামপুরহাট মহকুমায়: ওয়েস্টার্ন টকীজ, রামপুরহাট।

মোট সিনেমা তিনটি এবং দর্শকসংখ্যা গড়ে প্রতি মাসে ৪৩,৮৭৯।

হাটবাজার

বীরভূম জেলার সদর মহকুমায় ৩৮টি ও রামপুরহাট মহকুমায় ২৪টি উল্লেখযোগ্য হাট বসে।

হাটের নাম	থানা	কবে কবে হাট বসে
সদর মহকুমা—		
ভালকুটি হাট ..	.. লাভপুর ..	সোমবার ও শুক্রবার
তারুলিয়া হাট ..	.. ,,	রবিবার ও বৃহস্পতিবার
আভাডাঙ্গা হাট	.. ,,	বুধবার ও শনিবার
চৌহাট্টা হাট	.. ,,	বুধবার ও শনিবার
দ্বারকা হাট ..	.. ,,	সোমবার ও শুক্রবার
কূর্ণাহার হাট	.. ,,	রবিবার ও বুধবার
লাভপুর হাট ..	.. ,,	রবিবার ও বুধবার
লাঘোষা হাট	.. ,,	রবিবার ও বুধবার
বাহিরী হাট ..	.. বোলপুর ..	সোমবার ও শুক্রবার
বোলপুর হাট ..	.. ,,	বুধবার
সিঙ্গি হাট ..	.. ,,	বুধবার
শিমুলিয়া হাট	.. সাঁইথিয়া ..	সোমবার ও শুক্রবার
সাঁইথিয়া হাট	.. ,,	সোমবার ও শুক্রবার
আহম্মদপুর হাট	.. ,,	রবিবার ও বুধবার
সাঁইথিয়া গোরু-মহিষ হাট	,,	শনিবার
চরকলগ্রাম হাট	.. নানুর ..	রবিবার ও মঙ্গলবার
কীর্ণাহার হাট	.. ,,	রবিবার ও মঙ্গলবার
মহম্মদবাজার হাট	.. মহম্মদবাজার	মঙ্গলবার ও শনিবার
সারেন্দা হাট ..	.. ,,	বুধবার
দেউচা হাট ..	.. ,,	বৃহস্পতিবার ও রবিবার
দুবরাজপুর হাট	.. দুবরাজপুর ..	মঙ্গলবার ও শনিবার
লোকপুর হাট	.. ,,	রবিবার ও মঙ্গলবার
হেতমপুর হাট	.. ,,	রবিবার ও বৃহস্পতিবার
কাঁতোরি গোরু-মহিষ হাট ..	,,	রবিবার
চিনপাই হাট	.. ,,	মঙ্গলবার ও শনিবার

হাটের নাম	থানা	কবে কবে হাট বসে
উত্তর-হজরতপুর হাট	খয়রাশোল	রবিবার ও বুধবার
পাঁচড়া হাট	,,	রবিবার ও বৃহস্পতিবার
বাবুইজোড় হাট	,,	সোমবার ও শুক্রবার
বড়রা হাট	,,	রবিবার ও বৃহস্পতিবার
রাজনগর হাট	রাজনগর	রবিবার ও বৃহস্পতিবার
তাঁতিপাড়া হাট	,,	মঙ্গলবার ও শনিবার
ইলামবাজার হাট	ইলামবাজার	সোমবার ও শুক্রবার
মঙ্গলডিহি হাট	,,	সোমবার ও শুক্রবার
কড়িধ্যা হাট	সিউড়ি	রবিবার ও বুধবার
পুরন্দরপুর হাট	,,	রবিবার ও বুধবার
সিউড়ি বাজার	,,	দৈনিক
রামপুরহাট মহকুমা—		
রামপুরহাট হাট	রামপুরহাট	দৈনিক
মাড়গ্রাম হাট	,,	দৈনিক
পাইকর হাট	মুরারই	মঙ্গলবার ও রবিবার
চাত্রা হাট	,,	বুধবার
জাজিগ্রাম হাট	,,	বুধবার ও শনিবার
মুরারই হাট	,,	মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার
নন্দীগ্রাম হাট	,,	বুধবার, শুক্রবার ও শনিবার
বালিয়া হাট	,,	সোমবার ও শুক্রবার
রাজগ্রাম হাট	,,	মঙ্গলবার ও শনিবার
লোহাপুর হাট	নলহাটি	সোমবার ও বৃহস্পতিবার
ভদ্রপুর হাট	,,	বুধবার ও শনিবার
কয়থা হাট	,,	মঙ্গলবার, শুক্রবার ও শনিবার
তেজহাটি হাট	,,	মঙ্গলবার
কুড়মগ্রাম হাট	,,	মঙ্গলবার ও শনিবার

হাটের নাম	থানা	কবে কবে হাট বসে
নলহাটি হাট	.. নলহাটি	সোমবার ও মঙ্গলবার
রামনগর হাট	.. ,,	মঙ্গলবার ও রবিবার
মহীশা ..	.. ময়ূরেশ্বর ..	মঙ্গলবার ও শনিবার
ষাটপল্‌সা হাট	.. ,,	মঙ্গলবার ও শনিবার
ময়ূরেশ্বর হাট	.. ,, ..	মঙ্গলবার ও রবিবার
দক্ষিণগ্রাম হাট	.. ,,	মঙ্গলবার ও শুক্রবার
মল্লারপুর হাট	.. ,,	বুধবার ও শনিবার
বড় তুড়িগ্রাম হাট	.. ,,	সোমবার ও শুক্রবার
নারায়ণপুর হাট	.. রামপুরহাট ..	রবিবার ও বুধবার
বিষ্ণুপুর হাট	.. ,,	বৃহস্পতিবার ও রবিবার

মেলা

সরকারী হিসাব থেকে জানা যায় বীরভূম জেলার বিভিন্ন জায়গায় ছোটবড় মোট ১৩৭টি মেলা বসে। নিচে মহকুমা দু'টির মেলার সংখ্যা দেওয়া হ'ল :

থানা	মেলার সংখ্যা
সদর মহকুমা—	
সিউড়ি	৯
দুবরাজপুর	২১
বোলপুর	২১
মহম্মদবাজার	২০
নানুর	৪
খয়রাসোল	১৬
ইলামবাজার	৭
লাভপুর	৫
মোট ..	১০৩

থানা	মেলার সংখ্যা
রামপুরহাট মহকুমা—	
মুরারই	৩
রামপুরহাট	৯
নলহাটি	১১
ময়ূরেশ্বর	১১
মোট ..	৩৪

এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মেলা হ'ল—(১) কেঁদুলির (বা কেন্দুবিল্বের) জয়দেব মেলা, (২) বক্রেশ্বরের শিবচতুর্দশী মেলা; (৩) সিউড়ির বড়বাগান মেলা; (৪) শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষের মেলা এবং (৫) শ্রীনিকেতনের মেলা।

ডাক-বাংলো, ইন্সপেকশন বাংলো প্রভৃতি

ডাক-বাংলো: কোটাসুর ও বেংচাতরায়।

ইন্সপেকশন বাংলো: ইলামবাজার, দুবরাজপুর, সিউড়ি, বোলপুর, পারুই, আহম্মদপুর, রাজনগর, মহম্মদবাজার, নানুর, সাঁইথিয়া, খয়রা-সোল, মুরারই, নলহাটি, কোটাসুর, সেকেড্ডা ও মল্লারপুরে।

রেস্ট-হাউস: পারুইতে।

গেস্ট-হাউস: শান্তিনিকেতনে।

কারাগার ও আরক্ষা

বীরভূম জেলায় মোট দু'টি জেল আছে—(১) সিউড়ি ডিষ্ট্রীক্ট জেল ও (২) রামপুরহাট সাব-জেল।

১৯৫০ সালের সরকারী হিসাব থেকে জানা যায় যে, ঐসময় পর্যন্ত বীরভূম জেলার আরক্ষা-সংস্থা ছিল এইরকম :

	সংখ্যা
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস (S. P.)	১
ডেপুটি-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস (D. S. P.)	১
পুলিস ইন্সপেক্টর (Inspector of Police)	৬
সহকারী ইন্সপেক্টর (S.-I.)	৩৯
অবর-সহকারী ইন্সপেক্টর (A. S.-I.)	৩৬
হেড-কন্সটেবল	১১
নায়েক	১১
কন্সটেবল	৪৬৬
চৌকিদার	১,৮৩৩
দফাদার	১৮৬

সরকারী আয়

কয়েকটি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ১৯৫০-৫১ সালে বীরভূম জেলা থেকে যে-আয় করেন, নিচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল :

	টাকা
আবগারী শুল্ক, লাইসেন্স-ফী ইত্যাদি	১৩,৩১,৯৪৭
বিক্রয়কর	৯,৩৩,৫৯৪
প্রমোদকর	৩৮,৮৫১*
মোটর-স্পিরিট ট্যাক্স	৩৭,৫৯৭
আয়কর	৪৩,৬০০
জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প	৩,৩৭,৯৮১৶০
নন্-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প	৪,০৮,৯৭৫৷৶০

*১৯৪৯-৫০ সালের আয়। ১৯৫০-৫১ সালের আয় জানা যায় নি।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনপরিষদের সদস্যবৃন্দ

বীরভূম জেলা থেকে যাঁরা কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে (পার্লামেণ্টে) এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানপরিষদে (লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে) ও বিধানসভায় (লেজিস্লেটিভ এসেমব্লিতে) সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের পরিচয়:

নাম	যে-কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত
(ক) কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের সদস্য (M. P.)	
শ্রীঅনিলকুমার চন্দ (শান্তিনিকেতন) ..	.. বীরভূম
শ্রীকমল দাস (খুজুটিপাড়া) ..	.. বীরভূম
(খ) রাজ্য বিধানপরিষদের সদস্য (M. L. C.)	
শ্রীকামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় (কীর্ণাহার-মিরাটি)	
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	
(গ) রাজ্য বিধানসভার সদস্য (M. L. A.)	
জনাব মহম্মদ ইয়াকুব হোসেন (নলহাটি) ..	.. নলহাটি
শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ দাশ (রতনপুর, বালিয়াপলসা)	.. মুরারই
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কুশমোর-মুরারই)	.. রামপুরহাট
শ্রীপঞ্চানন লেট (রামপুরহাট) ..	.. রামপুরহাট
শ্রীবসন্তলাল মুরারকা (কলিকাতা) ..	.. নানুর
ডক্টর শিশিরকুমার সাহা (মহুগ্রাম-লাভপুর)	.. নানুর
শ্রীহংসেশ্বর রায় (বোলপুর)	.. বোলপুর
শ্রীভূষণ হাঁসদা (মুরাডিহি-সাঁইথিয়া)	.. বোলপুর
শ্রীগোপিকাবিলাস সেন (সিউড়ি) ..	.. সিউড়ি
শ্রীনিশাপতি মাঝি (বাঁধগোড়া-বোলপুর)	.. সিউড়ি
শ্রীখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাচড়াহাট) ..	.. খয়রাসোল

কেন্দ্রীয় সরকারের উপমন্ত্রী

শ্রীঅনিলকুমার চন্দ	.. পররাষ্ট্র বিভাগের উপমন্ত্রী

রাজ্যসরকারের উপমন্ত্রী ও চীফ হুইপ

শ্রীগোপিকাবিলাস সেন	.. প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগের উপমন্ত্রী

প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ

বাঙলার অনেক কৃতী সন্তান বীরভূম জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা জীবিত, এখানে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হ'ল:

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়--প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, জন্মস্থান সদর মহকুমার লাভপুর থানার লাভপুর।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়--প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, জন্মস্থান সদর মহকুমার খয়রাসোল থানার রূপাসপুর।

শ্রী বি সি মুখার্জি, আই-সি-এস--ভারত-সরকারের ডিরেক্টর অব সিভিল এভিয়েশন, জন্মস্থান সদর মহকুমার বোলপুর থানার বোলপুর।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন--বৈষ্ণব পণ্ডিত, জন্মস্থান সদর মহকুমার ইলামবাজার থানার কুমিধা।

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, জন্মস্থান সদর মহকুমার নানুর থানার কীর্ণাহার।

শ্রীসজনীকান্ত দাস--সাহিত্যিক ও সমালোচক, জন্মস্থান সদর মহকুমার বোলপুর থানার রাইপুর।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়--বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, জন্মস্থান রামপুরহাট মহকুমার মুরারই থানার কুশমোর।

ডক্টর কুদরত-ই-খুদা--বৈজ্ঞানিক (পাকিস্তানবাসী), জন্মস্থান রামপুরহাট মহকুমার রামপুরহাট থানার মারগ্রাম।

শ্রী জে এন দাস--ইস্টার্ণ রেলওয়ের জেনালের ম্যানেজার ছিলেন। বর্তমানে সিন্দ্রির সারোৎপাদন কারখানায় উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত, জন্মস্থান রামপুরহাট মহকুমার মুরারই থানার বাঁশলই।

ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়--কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের প্রধান অধ্যাপক, জন্মস্থান রামপুরহাট মহকুমার ময়ূরেশ্বর থানার রত্না।

এ ছাড়া, বীরভূম জেলায় জন্মগ্রহণ ক'রে যাঁরা বাঙলার গৌরব বাড়িয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় এঁদের:

কবি জয়দেব--জন্মস্থান সদর মহকুমার কেন্দুবিল্ব গ্রাম।

কবি চণ্ডীদাস--জন্মস্থান সদর মহকুমার নানুর গ্রাম। (অবশ্য, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।)

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু--জন্মস্থান রামপুরহাট মহকুমার একচক্রপুর গ্রাম।

লর্ড এস পি সিংহ--জন্মস্থান সদর মহকুমার রাইপুর গ্রাম।

রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর--জন্মস্থান সদর মহকুমার সুলতানপুর গ্রাম।

অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়--জন্মস্থান রামপুরহাট।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারও বীরভূমের সন্তান। তিনি রামপুরহাট মহকুমার ভদ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ

শান্তিনিকেতন

বীরভূম জেলার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ স্থান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির আদর্শ আশ্রম। হাওড়া স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতনের দূরত্ব ১০০ মাইল—বোলপুর স্টেশন থেকে ১ মাইল। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জায়গার নির্জনতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে এখানকার একখণ্ড জমি কিনে একটি মন্দির ও একটি অতিথিশালা তৈরি করান। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে মহর্ষি শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ক'রে ঈশ্বরোপাসনার উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করেন। মহর্ষি যে দু'টি ছাতিম (সপ্তপর্ণ) গাছের নিচে ব'সে ধ্যান ও আরাধনা করতে ভালবাসতেন, তা এখনও বর্তমান আছে। সেখানে একটি পাথরের ফলকে নিচের এই কথা কয়টি উৎকীর্ণ আছে—

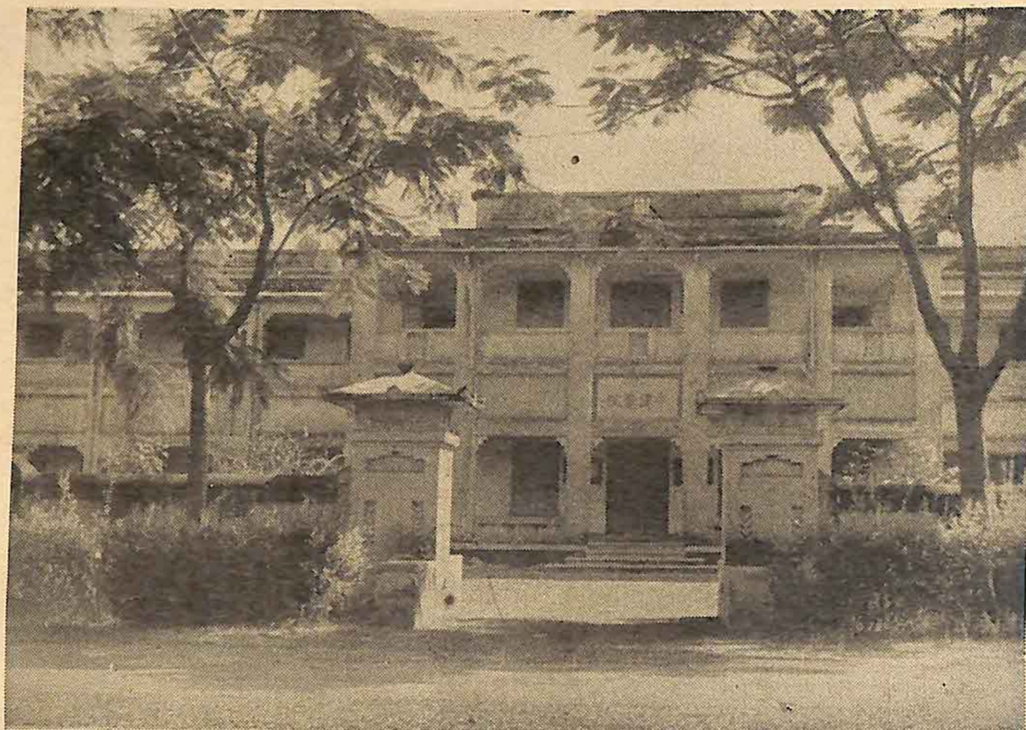
"তিনি
আমার প্রাণের আরাম
মনের আনন্দ
আত্মার শান্তি।"

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রম নাম দিয়ে সম্পূণ নূতন আদর্শে এখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন ভারতের

গুরুগৃহের মতো শহরের কোলাহল ও কৃত্রিমতা থেকে দূরে মুক্ত আকাশের নিচে স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে যাতে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ-ভাবে ছেলেমেয়েরা গ'ড়ে উঠতে পারে ও শিক্ষা পায়—তাই ছিল কবির স্বপ্ন ও সাধনা। গাছের নিচে ছেলেমেয়েদের স্কুল বসতো—সে-প্রথা এখনও যতদূর সম্ভব বজায় আছে। প্রতিষ্ঠাতার একাগ্র সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে শান্তিনিকেতন আশ্রম ক্রমে বড় হয় এবং পৃথিবীর মনীষী ও বিদগ্ধসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মে কবি এই বিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত ও পুনর্গঠিত ক'রে "বিশ্বভারতী" নাম দিয়ে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে "বিশ্বভারতী" ভারত-সরকার-পরিচালিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। শিশুশ্রেণী থেকে শুরু ক'রে উচ্চতম গবেষণার নানা ব্যবস্থা আছে এখানে। পাঠভবন (স্কুল), শিক্ষাভবন (কলেজ), চীনাভবন, হিন্দীভবন, কলাভবন (আর্টস্কুল), সঙ্গীতভবন, গ্রন্থভবন (লাইব্রেরি) বিনয়-ভবন (টিচার্স ট্রেনিং কলেজ), বিদ্যাভবন (গবেষণা-মন্দির) ও নিকটস্থ সুরুল গ্রামে শ্রীনিকেতন (আদর্শ পল্লী-গঠন, কুটিরশিল্প, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ক শিক্ষাকেন্দ্র) প্রভৃতি বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ। শ্রীনিকেতনে শিক্ষাচর্চা ভবন নামে একটি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রও আছে। শান্তিনিকেতনই রবীন্দ্রনাথের সাধনার প্রধান কেন্দ্র। এখানে, তিনি যে-বাড়িতে থাকতেন তার নাম "উত্তরায়ণ"। শান্তিনিকেতনে আলাদা ডাক ও তারঘর, বৈদ্যুতিক আলো, জলের কল, হাসপাতাল—এসবের সুবন্দোবস্ত আছে। বিশ্বভারতীর খ্যাতি আজ বিশ্বব্যাপী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু মনীষী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেছেন। কবিগুরুর এই শিক্ষাশ্রমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আজ ভারত-সরকার বিশেষভাবে যত্নশীল। শান্তিনিকেতন বাঙলার ও ভারতের গৌরব।



কলাভবন : শান্তিনিকেতন



চীনাভবন : শান্তিনিকেতন

বোলপুর

খানা জংশন থেকে ২৪ মাইল এবং হাওড়া স্টেশন থেকে ৯৯ মাইল দূরে বীরভূম জেলার সদর মহকুমায় এই থানাটি অবস্থিত। এটি একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। শান্তিনিকেতনের জন্যই এই জায়গার সমধিক প্রসিদ্ধি। বোলপুরের কাছে সুপুরে সুরথরাজার পূজিত ব'লে কথিত সুরথেশ্বর শিব বর্তমান। বোলপুরের চার মাইল পূর্ব-উত্তরে শিয়ান নামে এক গ্রামে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল ব'লে জনশ্রুতি আছে।

ইলামবাজার

বোলপুর থেকে ১১ মাইল পশ্চিমে এবং সিউড়ি থেকে ২৪ মাইল দক্ষিণে সদর মহকুমায় এই থানাটি অবস্থিত। অজয় নদীর তীরবর্তী এই গ্রামটি গালা ও লাক্ষা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। একসময় এখানে তুলার ব্যবসায়ও ভাল চলত।

কেন্দুবিল্ব

বোলপুর স্টেশন থেকে ১৮ মাইল পশ্চিমে মোটর বাসে ক'রে "গীতগোবিন্দ" রচয়িতা কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলিতে যাওয়া যায়। কবির প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবজীউ এখনও নিত্যপূজিত। মকর-সংক্রান্তির দিন কেন্দুবিল্বে "জয়দেব মেলা" নামে একটি বড় মেলা বসে। এই মেলার একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল "গীতগোবিন্দ" গান করা। কবি জয়দেবের সমাধি এখনও বর্তমান। অণ্ডাল জংশনের নিকটবর্তী দুর্গাপুর ও অণ্ডাল-সাঁইথিয়া শাখার দুবরাজপুর স্টেশন থেকেও মোটর বাসে কেন্দুবিল্বে যাওয়া হয়। কেন্দুবিল্বের অনতিদূরে অজয়নদের দক্ষিণ তীরে প্রাচীন ত্রিষষ্টিগড় বা ইছাই ঘোষের অজয় ঢেকুরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ইছাই ঘোষের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

কোপাই

হাওড়া থেকে ১০৫ মাইল দূরবর্তী একটি গ্রাম। এখানকার রেল-স্টেশনের কাছেই আছে উত্তর-বাহিনী কোপাই নদী। নদীর তীরে আছে একটি পীঠস্থান। জনশ্রুতি এই যে, এখানে দেবীর কঙ্কাল পড়েছিল। দেবীর নাম বেদগর্ভা, ভৈরব রুরু। এই জায়গাটি কঙ্কালীতলা নামে পরিচিত। চৈত্র-সংক্রান্তিতে এখানে একটি মেলা বসে।

সাঁইথিয়া

সদর মহকুমার অন্যতম থানা। হাওড়া স্টেশন থেকে সাঁইথিয়ার দূরত্ব ১১৯ মাইল। সাঁইথিয়া বীরভূম জেলার একটি প্রাচীন বাণিজ্য-কেন্দ্র। রেলস্টেশনের কাছে একটি পীঠস্থান আছে। জনশ্রুতি এই যে, এখানে দেবীর হাড় পড়েছিল। দেবীর নাম নন্দিনী, ভৈরব নন্দিকেশ্বর। রেললাইনের পাশে একটি প্রাচীন বটগাছের নিচে দেবীর পাষাণময়ী মূর্তি আছে। সাঁইথিয়ার পাঁচ মাইল পূর্বে কোটাসুর নামে একটি গ্রাম আছে। প্রবাদ, এখানে হিড়িম্ব ও বক-রাক্ষসের বাসস্থান ছিল। অসুরের কোট বা বাসস্থান ব'লে গ্রামের নাম কোটাসুর হয়েছে।

মল্লারপুর

হাওড়া স্টেশন থেকে ১২৯ মাইল দূরবর্তী এই সমৃদ্ধশালী জায়গাটি রামপুরহাট মহকুমার একটি থানা। এখানে মল্লেশ্বর নামে একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শিবমূর্তি আছে। গ্রামের পূর্বদিকে আছে একটি পাহাড়, নাম শিবপাহাড়ী। শিবরাত্রি ও চৈত্র-সংক্রান্তিতে মল্লারপুরে দু'টি বড় মেলা বসে। মল্লারপুর থেকে ৭ মাইল পূর্বদিকে বীরচন্দ্রপুর ও গর্ভবাস নামে যে দু'টি জায়গা আছে, তা বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। গর্ভবাসের প্রাচীন নাম একচক্রপুর বা একচাকা। এই গ্রামের সঙ্গে পাণ্ডবদের সংশ্রব ছিল ব'লে কেউ কেউ অনুমান করেন। একচক্রপুরেই চৈতন্যসহচর নিত্যানন্দের জন্ম হয়। একচক্রপুরের ৪ মাইল পশ্চিমে কাঁদ্‌ড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ পদকর্তা জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দে।

রামপুরহাট

বীরভূম জেলার অন্যতম মহকুমা-শহর। হাওড়া থেকে এর দূরত্ব ১৩৬ মাইল। এখানে সপ্তাহে দু'দিন খুব বড় হাট বসে। এখান থেকে ৩ মাইল পশ্চিমে লালপাহাড়ী নামে একটি পাহাড় আছে। শহর থেকে ৩ মাইল দূরে দ্বারকা নদীর পূর্বতীরে চণ্ডীপুর বা তারাপুর গ্রামে তারাদেবীর মন্দির ও প্রাচীন যোগাশ্রম তারাপীঠ অবস্থিত। জনশ্রুতি, এখানে বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীর চোখের একটি তারা পড়েছিল। আরও কথিত আছে যে, বশিষ্ঠ মুনি এখানেই তপস্যা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেন। আধুনিক যুগের অন্যতম সিদ্ধপুরুষ সাধক বামা ক্ষেপা তারা-পীঠেই থাকতেন। প্রতি বছর আশ্বিন মাসে তারাপীঠে একটি মেলা বসে।

নলহাটি

রামপুরহাট মহকুমার অন্যতম থানা। হাওড়া থেকে এর দূরত্ব ১৪৫ মাইল। নলহাটি বীরভূম জেলার একটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস ও সমৃদ্ধশালী শহর। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর এবং জলবায়ু পশ্চিমের মতো সতেজ ও স্বাস্থ্যকর। নলহাটি একটি পীঠস্থান। জনশ্রুতি, এখানে দেবীর ললাট পড়েছিল। দেবীর নাম ললাটেশ্বরী, ভৈরব যোগীশ। নলহাটি স্টেশনের কাছে নলরাজার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এই নলরাজা কে, তা সঠিক জানা যায় নি।

মুরারই

হাওড়া থেকে ১৫৫ মাইল দূরবর্তী রামপুরহাট মহকুমার একটি থানা ; স্টেশন থেকে তিন মাইল পূর্বে কনকপুরগ্রামে একটি প্রাচীন দেবীমূর্তি আছে। দেবীর নাম অপরাজিতা। মুরারই থেকে ৯ মাইল পশ্চিমে আছে বীরকীর্তির গড়। একটি উঁচু টিলার উপরে এই গড়টি অবস্থিত।

রাজগাঁ

হাওড়া থেকে এই জায়গার দূরত্ব ১৬২ মাইল। এখান থেকে চার মাইল পশ্চিমে বীরনগরগ্রামে রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। প্রবাদ এই যে, ঐ রাজবাড়ি ছিল বীরসেন নামে এক রাজার প্রাসাদ। এর কাছেই সীতাপাহাড়ী নামে ছোট একটি পাহাড়

আছে। জনশ্রুতি এই যে, বনবাসের সময় রামচন্দ্র ও সীতা এই পাহাড়ের গুহায় কিছুদিন বাস করেছিলেন।

দুবরাজপুর

বীরভূম জেলার সদর মহকুমার একটি থানা ও বাণিজ্যকেন্দ্র। হাওড়া থেকে অণ্ডাল জংশন হয়ে এর দূরত্ব ১৩৮ মাইল। পিতল ও কাঁসার বাসন এবং লোহার নানারকমের জিনিসের জন্য এই জায়গার প্রসিদ্ধি। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন শিবমন্দির দেখতে পাওয়া যায়। দুবরাজপুর-অঞ্চলের বেলেপাথর প্রসিদ্ধ। দুবরাজপুরের দু' মাইল পশ্চিমে দন্তীন দীঘি নামে একটি বড় পুকুরের ধারে দন্তেশ্বরীর মন্দির আছে। মন্দিরটি বহু প্রাচীন। জনশ্রুতি এখানে বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীর দাঁত পড়েছিল।

বক্রেশ্বর

দুবরাজপুর থেকে ৫ মাইল উত্তর-পূর্বে প্রসিদ্ধ তীর্থ বক্রেশ্বর অবস্থিত। এটি একটি পীঠস্থান। এখানে দেবীর ভ্রূ পড়েছিল। দেবীর নাম মহিষমর্দিনী, ভৈরব বক্রনাথ। মহাশ্মশানের উপর এই মহাপীঠ অবস্থিত। এইখানে সাতটি গরম-জলের ফোয়ারা আছে। দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণের শ্বেত-সরোবরও একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। সেখানে স্নান ক'রে একটি গহ্বরের মধ্যে বক্রনাথকে দেখতে হয়। বক্রেশ্বরের উষ্ণ কুণ্ডগুলির জলের নানা রোগ আরোগ্য করবার ক্ষমতা আছে ব'লে শোনা যায়। বক্রেশ্বরের মেলা বিখ্যাত।

সিউড়ি

হাওড়া থেকে বীরভূম জেলার সদর-শহর সিউড়ির দূরত্ব ১৪৭ মাইল। শহরটি ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত। স্বাস্থ্যকর ব'লে জায়গাটির সুনাম অছে। উৎকৃষ্ট মোরব্বা ও নানারকমের কাঠের জিনিসের জন্য সিউড়ি প্রসিদ্ধ। শহরের সোনাতোর মহল্লার কারু-কার্যখচিত রাসমঞ্চটি এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তু। এই রাসমঞ্চে অনেক দেবমূর্তি খোদিত আছে।

বীরসিংহপুর

সিউড়ি থেকে ৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রামে জঙ্গলাকীর্ণ প্রাচীন ধ্বংসস্তুপ দেখতে পাওয়া যায়। লোকে বলে, এই ধ্বংসস্তুপ রাজা বীরসিংহের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। কিংবদন্তী এই যে, এই বীরসিংহের নাম থেকেই বীরভূম নামের উৎপত্তি হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সাঁওতালী ভাষায় বীর শব্দের অর্থ জঙ্গল। এই অঞ্চল পূর্বে অত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ ছিল ব'লে সাঁওতালেরা এই জায়গাকে বলত বীরভুঁইয়া। কাজেই, বীরভুঁইয়া থেকেও বীরভূম নামের উৎপত্তি হ'তে পারে। বীরসিংহপুরের রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষের কাছেই আছে প্রসিদ্ধ "ভাণ্ডীরবন"। এই বনে "সিদ্ধনাথ" বা "ভাণ্ডেশ্বর" নামে অনাদিলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রবাদ এই যে, রামায়ণে উল্লিখিত বিভাণ্ডক মুনি বহুকাল এই শিবের পূজা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেন। সেই থেকে এই শিবের নাম হয়েছে ভাণ্ডেশ্বর।

রাজনগর

সিউড়ি থেকে ১৪ মাইল পশ্চিমে নগর নামে আর-একটি প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, ১২২৭ খ্রীস্টাব্দে সুলতান গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর বীরসিংহপুরের পলায়িত পুত্র সুযোগ বুঝে নগরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাচীন নগরই আধুনিক রাজনগর।

ভদ্রপুর

রামপুরহাট মহকুমার এই গ্রামটি ব্রাহ্মণী নদীর তীরে অবস্থিত। আজিমগঞ্জ শাখার লোহাপুর রেল-স্টেশন থেকে এই জায়গার দূরত্ব ৪ মাইল। ঐতিহাসিক কারণে এই জায়গার একটা বিশেষত্ব আছে। স্বনামধন্য মহারাজা নন্দকুমার এখানে জন্মগ্রহণ করেন। নদীর তীরে তাঁর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও কিছু কিছু চোখে পড়ে। গুরুসাগর ও রাণীসাগর নামে গ্রামে দু'টি বড় দীঘি আছে। লোকে বলে, মহারাজা নন্দকুমার এই দীঘি দু'টি খনন করান—একটি তাঁর গুরুর নামে, দ্বিতীয়টি তাঁর রাণীর নামে।

ভীমগড়

সিউড়ি মহকুমার এই প্রাচীন গ্রামটি দুবরাজপুরের ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অজয় নদীর তীরে অবস্থিত। কথিত আছে, পঞ্চ-পাণ্ডবেরা বনবাসকালে এখানে কিছুদিন ছিলেন। এখানে একটি গড় ছিল—এখন তা কয়েকটি ঢিবিতে পরিণত হয়েছে।

হেতমপুর

সিউড়ি মহকুমার এই প্রসিদ্ধ জায়গাটি সিউড়ির ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং দুবরাজপুরের এক মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। বীরভূম জেলার প্রধান জমিদার রাজ রামরঞ্জন চক্রবর্তীর বাসস্থান এখানেই। শিক্ষার দিক থেকে হেতমপুর বিশেষ অগ্রণী। এখানে একটি কলেজ আছে, তা জমিদার-প্রতিষ্ঠিত।

লাভপুর

সিউড়ি মহকুমার এই গ্রামটি আহম্মদপুর রেল-স্টেশন থেকে ৭ মাইল পূর্বে অবস্থিত। সিউড়ি-কাটোয়া রাস্তাটি এখান দিয়েই গেছে। জনশ্রুতি এই যে, এখানে বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীর ঠোঁট পড়ে। সেই থেকে জায়গাটি অন্যতম পীঠস্থান ব'লে পরিচিত। লাভপুরের "ফুল্লরা মন্দির" অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু।

মখদুমনগর

রামপুরহাট মহকুমার ময়ূরেশ্বর থানার একটি গ্রাম। এখানে মুসলমান পীর মখদুম সঈদ জাহির উদ্দিনের এক সমাধি দেখতে পাওয়া যায়। এই পীর ১৬-শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

মহম্মদবাজার

সিউড়ি থেকে ৭ মাইল উত্তর-পূর্বে সদর মহকুমায় এই গ্রামটি অবস্থিত। এখানে বর্তমানে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলছে। এখানে কয়েকটি বড় পুকুর, প্রাচীন অট্টালিকা ও মসজিদ আছে।

নান্নুর

সদর মহকুমার এই গ্রামটি সিউড়ি থেকে ২৪ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ১৪-শতাব্দীর বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস এখানেই জন্মগ্রহণ করেন ব'লে অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা।

পবসমু-৫৫/৬-৬০১এফ-১,৫০০

বী

মহ

০

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণে অধীক্ষক কর্তৃক মুদ্রিত ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের
প্রচার-অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ঃ চার আনা